ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শিশুকে নিয়ে ফিলিস্তিনি বাবার আর্তনাদ

সারে-জমিন

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

পাকিস্তানের সঙ্গে তালিবানের সংঘাতের পরিণতি কী হবে

সম্পাদকীয়

সরকারি ভবন লিজ দেওয়ায় সাসপেন্ড মাদ্রাসার সুপাররা

সাধারণ

৩৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ভারতের হার অস্ট্রেলিয়ার কাছে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪
১৫ পৌষ ১৪৩১
২৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 354 ■ Daily APONZONE ■ 31 December 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সবচেয়ে ধনী মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, সবচেয়ে গরিব মুখ্যমন্ত্রী মমতা!

আপনজন ডেস্ক: অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ভারতের সবচেয়ে ধনী মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৯৩১ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে সবচেয়ে গরিব। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্য বিধানসভা ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর গড় সম্পত্তির পরিমাণ ৫২.৫৯ কোটি টাকা। যেখানে ২০২৩-২০২৪ সালে ভারতের মাথাপিছু মোট ন্যাশনাল ইনকাম বা এনএনআই ছিল প্রায় ১,৮৫,৮৫৪ টাকা, সেখানে একজন মুখ্যমন্ত্রীর গড় স্ব-আয় ১৩,৬৪,৩১০ টাকা, যা ভারতের গড় মাথাপিছু আয়ের প্রায় ৭.৩ গুণ। ৩১ জন মুখ্যমন্ত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১,৬৩০ কোটি টাকা।

অরুণাচল প্রদেশের পেমা খান্ডু ৩৩২ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি নিয়ে দ্বিতীয় ধনী মুখ্যমন্ত্রী, কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া ৫১ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি নিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সম্পত্তির পরিমাণ ৫৫ লক্ষ টাকা, তিনি ১.১৮ কোটি টাকা নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় দরিদ্রতম এবং পিনারাই বিজয়ন তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। মিঃ খান্ডুর সবচেয়ে বেশি দায়বদ্ধতা রয়েছে ১৮০ কোটি। সিদ্দারামাইয়ার দায়বদ্ধতা ২৩ কোটি টাকা এবং নাইডুর ১০ কোটি টাকারও বেশি।

১৩ জন (৪২ শতাংশ) মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন, ১০ জন (৩২ শতাংশ) খুনের চেষ্টা, অপহরণ, ঘুষ এবং অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের মতো গুরুতর ফৌজদারি মামলা ঘোষণা করেছেন। ৩১ জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে মাত্র দু'জন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী– পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিল্লির অতিশী।

ধর্মান্তরের অভিযোগে দলিতকে ন্যাড়া করে ঘোরাল বজরং দল

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার ফতেপুর জেলার বেহলোপুর আলাই গ্রামের ৪৭ বছর বয়সি এক দলিত ব্যক্তিকে 'একদল বাসিন্দাকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করার' চেষ্টার অভিযোগে মারধর ও মাথা মুণ্ডন করে ঘোরানো হয়। শিবদন নামে ওই ব্যক্তির অভিযোগ, খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য তাকে উচিত শিক্ষা দিতেই উচ্চবর্ণের দুষ্কৃতীরা তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে। দু'বছর আগে গ্রেফতার হওয়া ধর্মান্তর বিরোধী আইনের একটি মামলায় জামিনে রয়েছেন তিনি। তবে শিবদনের অভিযোগের ভিত্তিতে ফতেপুর পুলিশ রোহিত দীক্ষিত, লাভলেশ সিং এবং সোমকরণ-সহ বেশ কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। অভিযুক্ত তিনজনই বজরং দলের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। রোহিত দীক্ষিতের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শিবদন ও আরও তিনজনের বিরুদ্ধে পাল্টা এফআইআর দায়ের করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শিবদনের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার অভিযোগ তুলেছে কিছু গ্রামবাসী।

চেষ্টা চালাচ্ছি ওবিসি নিয়ে কোনও বিকল্প পদ্ধতি বের করার: মমতা

এম মেহেদী সানি ও এহসানুল হক ● সন্দেশখালি

আপনজন: বিকল্প পদ্ধতিতে ওবিসি সমস্যার নিরসনের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বসিরহাটের সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ওবিসি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'চেষ্টা করছি যদি কোন পদ্ধতি বের করে দেওয়া যায়।' উল্লেখ্য ওবিসি সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ে ২০১০ সালের পর থেকে জারি করা রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয় ফলে সমস্যায় পড়ে রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্রধারীরা । মামলায় হেরে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার । ওই মামলার জেরে ঝুলে রয়েছে একাধিক নিয়োগ, ওবিসি নন ক্রিমেলিয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রেও কম বেগ পেতে হচ্ছে না ওবিসি শিক্ষার্থীদের। যে কারণে ওবিসি শংসাপত্রধারীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। সোমবার বসিরহাটের সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ওবিসি শংসাপত্রধারীরা সমস্যার কথা স্বীকার করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প ভাবনারর কথা জানান। মমতা বলেন, 'ওবিসি ছেলেমেয়েদের একটু সমস্যা হচ্ছে, কারণ কোর্টে একটা কেস করে কেসটাকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কেসটা এখন সুপ্রিম কোর্টেও আছে। আমরাও প্রায় সাত-আট জন আইনজীবী দিয়েছি আমরা এটাও চেষ্টা করছি যদি কোন পদ্ধতি বের করে দেওয়া যায়, কারণ অনেক নিয়োগ আটকে আছে। প্রায় লক্ষাধিক রিক্রুটমেন্ট আটকে আছে এই ওবিসির জন্য।' ওবিসি মামলা সুপ্রিম কোর্টে বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় প্রাক্তন আইপিএস ও বিধায়ক হুমায়ুন কবির সম্প্রতি মত প্রকাশ করেন যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর সেকশন-১১ এ স্পষ্ট বলা আছে নির্দিষ্ট লিস্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে সার্ভের ভিত্তিতে । পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ১৮৮ পাতার ৩৬০ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন চাইলে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সার্ভে করে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকার এই বিকল্প পথ অবলম্বন করে নতুন লিস্ট তৈরি করতে পারে । তাহলে এবার কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মতেই সিলমোহর দিতে চলেছেন। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত আইনজীবী কপিল সিব্বালকে নিয়োগ করা হয় । তবে প্রথম থেকে আরজি কর কান্ডের শুনানির ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির শুনানি পিছিয়ে যেতে থাকে । গত ১০ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের অবসর নেওয়ায় মামলাটি আরও কিছুটা বিলম্ব হয়। গত ৯ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এ সংক্রান্ত শুনানিতে জোর সওয়াল করেন কপিল সিব্বাল। তবে বেঞ্চ ২০২৫ সালের ৭ জানুয়ারি বিস্তারিত শুনানির কথা জানায়।

জামিয়ার সঙ্গে যৌথ কোর্সে মুসলিম ছাত্র কোটা বাতিলের প্রস্তাব দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের

আপনজন ডেস্ক: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস্টার ইনোভেশন সেন্টার (সিআইসি) জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত গণিত শিক্ষা প্রোগ্রামে মাস্টার অফ সায়েন্স (এমএসসি) ভর্তির ক্ষেত্রে মুসলিম সংরক্ষণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিতে চলেছে। এই পদক্ষেপটি নিয়ে আলোচনা চলছে এবং সিআইসির গভর্নিং বডির বৈঠকে ছূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

মেটা ইউনিভার্সিটি কনসেপ্টের আওতায় ২০১৩ সালে চালু হওয়া এই এমএসসি কোর্সটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। কোর্সটি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামগুলির জন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার (চুয়েট-পিজি) মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং বর্তমান ভর্তি নীতিতে মুসলিম প্রার্থীদের জন্য কিছু সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কর্মসূচির মোট ৩০ টি আসনের মধ্যে আসন বরাদ্দ নিম্নরূপ: উন্মুক্ত বিভাগের জন্য ১২ টি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য ৬টি, সাধারণ শ্রেণির মুসলিম প্রার্থীদের জন্য ৪টি, আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের (ইডব্লুএস) জন্য ৩টি, তফসিলি জাতি (এসসি) এর জন্য ২টি এবং তফসিলি উপজাতি (এসটি), মুসলিম ওবিসি এবং মুসলিম মহিলাদের জন্য ১টি করে।

মুসলিম সংরক্ষণ বাতিল করার প্রস্তাবটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ সম্পর্কিত বৈঠকে বিস্তৃত আলোচনার অংশ হয়ে ওঠে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ থাকা চলবে না। জাতপাতের মতো গরিবদের জন্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এটি একটি ভিন্ন ঘটনা।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিভিন্ন কোর্সের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে, জামিয়ার পরিবর্তে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত তালিকা তৈরি করছে। ফলে, সিআইসি-র আধিকারিকরা পরামর্শ দিয়েছেন, যেহেতু ভর্তি এখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাই সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। যদি সিদ্ধান্তটি এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে এবং গভর্নিং বডি সম্মতি দিলে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করা হবে বলে জানা গেছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

পিকনিক করতে এসে নদীতে তলিয়ে গেল যুবক

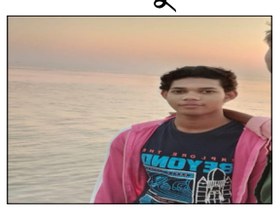

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: সোমবার সকাল বেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের বেলপুকুর অঞ্চলের পহেলা নম্বর নদীর ধারে ৮ থেকে ১০ জনের একটি বন্ধুদের দল পিকনিক করতে এসেছিল। আর তাদের মধ্যেই তিন থেকে চারজন বন্ধু হুগলি নদীতে স্নান করতে নামে। হঠাৎ করে নদী থেকে একটি বড় জাহাজ যাওয়ায় উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে ওই চার বন্ধু তার মধ্যে তিনজন উপরে উঠে আসতে সক্ষম হলেও একজন উত্তাল ঢেউয়ে তলিয়ে যায় নদীতে। জানা যায় নিখোঁজ ওই যুবকের নাম সত্যজিৎ মন্ডল। কুলপি ব্লকের নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে, খবর পেয়ে যুবকের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে নদীর পাড়ে পরিবারের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ এই দুর্ঘটনায় পরিবারের নেমে আসে শোকের ছায়া । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুলপি থানার পুলিশ। খবর পেয়ে সন্ধ্যায় যায় কুলপির বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদার যাতে ওই নিখোঁজ যুবকের খোঁজ পাওয়ার জন্য নদীতে স্থানীয় নৌকা মাধ্যমে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তল্লাশি চালালেও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে জানা যায় পুলিশ সূত্রে। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে খোঁজ চালানো হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত । এদিন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, যাতে ওই যুবকের খোঁজ পাওয়া যায় তার রকম ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।

বিরোধী দল থেকে তৃণমূলে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলি বিধানসভার গোপালগঞ্জ অঞ্চলে বিরোধী দলে বড়সড় ভাঙ্গন। ৫০৩ জন বিভিন্ন দলের কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল এবং অঞ্চল অবজারভার হাকিম সরদারের নেতৃত্বে এই যোগদান।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে সোমবার সকালে রাস্তা আটকে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ হরিহরপাড়ার গোবরগাড়ায়। পথ চলতি লরি ও বিভিন্ন যানবাহন আটকে রাস্তা মেরামতের দাবিতে রাস্তায় বাঁশ দিয়ে ঘিরে এবং রাস্তায় চেয়ার পেতে বসে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা।
মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার কারখানা মোড় থেকে হোসেনপুর মোড় পর্যন্ত প্রায় ৫ কিমি রাস্তার বেহাল দশা। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে এই রাস্তায়,এই রাস্তার ধুলো কাদা বালি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ছে এবং তাতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। এর আগেও দুবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তাতেও কোন সুরাহা হয়নি।
তাই সোমবার সকাল থেকে গাড়ি আটকে রাস্তার ওপর বাঁশ বেঁধে রাস্তায় চেয়ার পেতে বসে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় দু'ঘন্টা অবরোধ চলার পর প্রশাসনিকের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেই।
যদিও এই বিষয়ে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস তিনি বলেন ওই রাস্তাটি স্কিমে ধরা আছে খুব তাড়াতাড়ি টেন্ডার হবে বলে জানান তিনি।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের, উত্তেজনা বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের, এলাকায় উত্তেজনা। বাড়ি সংস্কারের সময় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক নির্মাণ শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম শান্তি গরাই (২৬)। আজ দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া শহরের দোলতলা এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , বাঁকুড়ার দোলতলা এলাকায় সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তির পুরানো বাড়ি সংস্কারের কাজ চলছিল।
রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে সেই সংস্কারের কাজ করছিলেন বাঁকুড়ার শ্যামদাসপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় নির্মাণ শ্রমিক শান্তি গরাই। সংস্কার কাজ চলাকালীন আচমকাই ওই পুরানো বাড়ির একটি দেওয়াল ধসে পড়ে। দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে যান নির্মাণ শ্রমিক শান্তি গরাই। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধারের কাজ শুরু করেন অন্যান্য শ্রমিকরা। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশেও। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে তাঁকে উদ্ধারের আগেই ওই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এক নির্মাণ শ্রমিকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মুর্শিদাবাদ পুরসভায় ২৮ কোটির তছরুপের অভিযোগ দায়ের থানায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ১০০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে মুর্শিদাবাদ পুরসভার ৫ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয় দিন কয়েক আগে। এবারে ২৮ কোটি টাকার ভুয়ো বিল বানিয়ে অর্থ তছরুপের অভিযোগে প্রাক্তন পুরপিতা বিপ্লব চক্রবর্তী সহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করল মুর্শিদাবাদ পুরসভা। সোমবার মুর্শিদাবাদ পুরসভার পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর পোস্টের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগ পত্রে নাম রয়েছে প্রাক্তন পুরপ্রধান বিপ্লব চক্রবর্তীর। তিনি ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সালের আগস্ট মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি অভিযোগ পত্রে নাম রয়েছে প্রাক্তন একাউন্টেন্ট, বড়বাবু এবং ক্যাশিয়ার পদে থাকা দিলীপ দাস এর। নাম রয়েছে চাকরি খোয়ানো সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নীতিশ বিশ্বাস এবং অমর মন্ডলের। নাম আছে ক্লার্ক অমিত মুন্সির। সুইপার হয়েও স্টোর ইনচার্জের দায়িত্ব পালনকারী অনিরুদ্ধ ঠাকুরের নাম অভিযোগ পত্রে রয়েছে। স্টোর ইনচার্জ পুরসভাতে থাকার পরেও তাকে দায়িত্ব না দিয়ে এই অনিরুদ্ধ ঠাকুরকে সেই দায়িত্বে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পুরসভার সেই কর্মচারীদের দিন কয়েক আগেই বরখাস্ত করেছে মুর্শিদাবাদ পুরসভার বোর্ড অব কাউন্সিলর। ২৮ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগে পুরসভার কর্মী ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থার নামও রয়েছে। সরকার কন্সট্রাকশন কাজ না করে একই রাস্তার দু'বার ভুয়ো বিল বানিয়েছে বলে অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি সরকার কনস্ট্রাকশন অগ্রিম অর্থ নেওয়ার পরেও সেই কাজ করেনি। সেই ঠিকাদারি সংস্থার প্রোপাইটার প্রাক্তন পুরপ্রধান বিপ্লব চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। এছাড়াও এস এম কনস্ট্রাকশন গ্রীন সিটি প্রকল্পে সোলার লাইট, শৌচালয়, পার্কিং জোন, চিলড্রেন পার্ক তৈরি না করেও তার বিল বানিয়েছিল।অভিযোগ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ পুরসভার পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'যারা সরকারি অর্থ তছরুপ করেছে এবং জনগণকে সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করেছে, ডিএলবির নির্দেশে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হল। এরমধ্যে পুরসভার যেসব কর্মীরা জড়িত ছিল তারা তো বটেই, পাশাপাশি বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থা যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হল।' যদিও এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন পুরপ্রধান বিপ্লব চক্রবর্তী এবং অভিযোগ পত্রে নাম থাকা অভিযুক্তদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সন্দেশখালিতে এসে সেতু সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

এহসানুল হক ও এম মেহেদী সানি ● সন্দেশখালি

আপনজন: অবশেষে আসলেন মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালিতে। শুধু আশা নয় সন্দেশখালীর জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। সন্দেশখালিতে ১২৩ কোটি টাকা খরচ করে ৬৬টি নতুন প্রকল্পের সূচনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।সেতু রাস্তা, বাঁধ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র -সহ একাধিক পরিষেবার ঘোষণা। সন্দেশখালির মা-বোনেদের উদ্দেশ্যেও ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা মমতার। একাধিক ইস্যুতে একযোগে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে কড়া ভাষায় আক্রমণ সিপিএম ও বিজেপিকে। সন্দেশখালিতে গ্রামীণ হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা বাড়ানো হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন সন্দেশখালীর মহিলারা অসুস্থ হলে দূরে যেতে অসুবিধা হয়। সন্দেশখালি তে এই পর্যন্ত হাসপাতালে ত্রিশটি বেডের ব্যবস্থা রয়েছে আমি কথা দিলাম সন্দেশখালীর মা-বোনেদের জন্য মানুষের জন্য ষাটটি বেডের ব্যবস্থা করছি।আমরা স্বাস্থ সাথী কার্ডে মহিলাদের হেড করেছি। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে ২০ হাজার লোকের কাছে প্রকল্পগুলোর পরিষেবা পৌঁছে যাবে। সন্দেশখালিতে যে প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন হল, তার মধ্যে বাঁধ, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তা, জল সংশোধনাগার-সহ একাধিক বিষয় রয়েছে। পাশাপাশি এদিন সন্দেশখালির মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন কেউ ডাকলে যাবেন না কারো কথায় শুনবেন না আমাদের উপরে ভরসা রাখুন আমি যেটা কথা দিয়ে কথা রাখি সন্দেশখালি এক নতুন সন্দেশখালিতে রূপান্তরিত হবে।২৬ জানুয়ারির পর নতুন করে সন্দেশখালি-সহ দুর্গম এলাকাগুলিতে ফের দুয়ারে সরকার শিবির করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে এই সব এলাকার মানুষগুলো পুনরায় সুবিধা পায় সরকারি। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দুয়ারে সরকার চলবে। দুয়ারে সরকারের মাধ্যমেই জাতিগত শংসাপত্রের সমস্যা মেটানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।সভায় সামিল জনতার মধ্য থেকেই সন্দেশখালিতে সেতু নির্মাণের আবেদন জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। যদিও মমতা বলেন, একটি সেতুর কথা বলে গেলাম। আগে দুটি সেতু করে দিয়েছি। টাকার সংকুলান হলে ফের সেতু বানানো হবে, আমার অনেক কিছুই দেখতে হয় অনেক প্রকল্প চলছে সেইগুলো সামাল দিতে হয়। সন্দেশখালির ২ নম্বর ব্লকে ঝুপখালিতে বাড়মাজুর ১ নম্বর ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন সংযোগকারী সেতু তৈরি হবে। তবে আপনাদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য জেটিঘাটের উন্নয়ন করা হচ্ছে। লঞ্চ ও স্পিডবোটের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালিতে শাহজাহান কাণ্ডের প্রায় ১ বছর পর সেখানে পা রেখে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা মমতার। বললেন, "দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না। আর মেয়েরা, কেউ ডাকলে চলে যাবেন না। আমি জানি টাকার অঙ্কের খেলা হয়েছে। সব ভাঁওতা। যা হয়েছে, ভুলে গেছি। মনে রাখতে চাই না। দাঙ্গা নয়, শান্তি চাই।"এদিন সন্দেশখালিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় এসে, বহু মহিলারা বলেন আমরা আন্দোলন করেছিলাম আমাদের জমি যারা কেড়ে নিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে জমি ফেরত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর উপরে আমাদের কোন আর রাগ নেই। আজ নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায়। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিকে তাকাবেন এটাই আমাদের ভরসা।

রাজারহাটে নয়ানজুলি ও জলাশয় ভরাটের অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

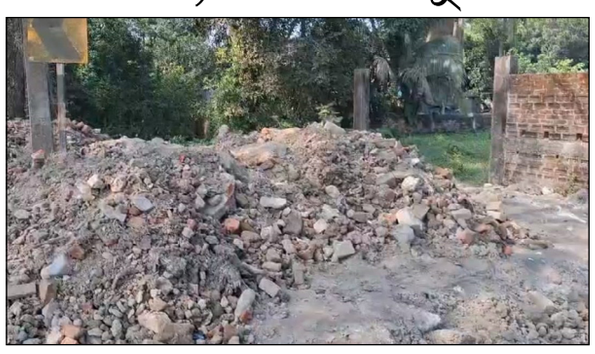

আপনজন: রাজারহাটে নয়ানজুলি ও জলাশয় ভরাটের অভিযোগ। যেখানে জলাশয় ভরাট বন্ধ করতে বারবার সোচ্চার হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। কড়া নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি প্রশাসনকে। পুলিশ প্রশাসনকে তৎপর হতে বলছেন। তারপরও দেখা যাচ্ছে এই ছবি। প্রশ্ন উঠছে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। রাজারহাটের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিখরপুর এলাকায় রাস্তার পাশেই চলছে জলাশয় ভরাটের কাজ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই জলাশয়তে তারা মাছ ধরত। কিন্তু হঠাৎ করেই কয়েকদিন আগে থেকেই ওই জলাশয়ের ওপর মাটি পড়া শুরু হয়। আর এই কাজ চাঁদপুর পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধানের মদতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ। যদিও চাঁদপুর পঞ্চায়েত উপপ্রধান এক্রামুল মোল্লা অভিযোগ অস্বীকার করলেও তার কথায় রয়েছে অসংগতি। উপপ্রধান এক্রামুল মোল্লা বলেন, জলাশয় ভরাটের বিষয়ে আমি জানিনা। এ বিষয়ে শুনেছি। রাজারহাট থানার আইসি সঙ্গে কথা হয়েছে। আমাদের পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বাগুইআটির পর দমদম। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামীরা মদ কেনার টাকা না পেয়ে অফিস ফেরত যুবকদের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ । এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি যুবক।শনিবার মধ্যরাতে দমদম মধুগড়ে অফিস ফেরত যুবকদের উপর হামলা। অভিযোগ অফিস ফেরত যুবকদের উপর আগ্নেয়াস্ত্র, রড, হকি স্টিক দিয়ে মারধর করা হয়। ঘটনায় শ্রীতম চ্যাটার্জি ও সানি সিং নামে দুই যুবক গুরুতর আহত হন। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে তাদের দমদম পৌর হাসপাতালে ও পরবর্তী সময় নাগেরবাজার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই মুহূর্তে শ্রীতম চ্যাটার্জি আশঙ্কা জনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। গোটা ঘটনায় শ্রীতম চ্যাটার্জির বাবা নাগেরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। বর্তমানে চোখে গুরুতর আঘাত নিয়ে নাগেরবাজারের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। তার অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রবীর পালের অনুগামী ওই অফিস ফেরত যুবকদের কাছে মদ্যপানের জন্য টাকা দাবি করেন। যুবকরা টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ। সেয়ানা বাপ্পা, গোপাল ঘোষ, উত্তম ঘোষ, রবি সরদার সহ বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি তার ছেলে ও ছেলের বন্ধুর ওপর রিভলবার, হকিস্টিক, রড দিয়ে আক্রমণ চালায়। রিভলবারের বাট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ সানি সিং- এর। দুজনের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে। এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য কমানোর আর্জি জানান ওই ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর তন্দ্রা সরকার। তিনি বলেন, ওই অঞ্চলে একদল দুষ্কৃতী এই ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছেন। তারা প্রশাসনের কাছে বলছেন এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। কাউন্সিলর শ্রীতম চ্যাটার্জির বাবার অভিযোগ মেনে নেন যে প্রাক্তন কাউন্সিলরের মদতে এইসব হচ্ছে।

যারা দুঃসময়ে আমার পাশে ছিলেন তাদের অগ্রিম শুভেচ্ছা: পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: যারা দুঃসময়ে আমার পাশে থেকেছেন তাদের অগ্রিম শুভেচ্ছা। সোমবার আদালত থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই সকলকে। হার্দিক শুভেচ্ছা সকলকে। যারা দু:সময় আমার পাশে থেকেছেন তাদের অগ্রিম শুভেচ্ছা।প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলায় চার্জ গঠন প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল আদালতে। এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেও তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠে যান। 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অসুস্থতার কারণে চার্জ গঠন প্রক্রিয়ার শুনানি সম্ভব হল না সোমবার। এদিন কালীঘাটের কাকুকে ওরফে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে চিকিৎসা করানোর জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।এদিকেবিচারক জানিয়েছেন, আগামী ২ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত পরবর্তী শুনানি হবে। সব ঠিক থাকলে এই মামলায় সে দিনই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে আদালত। তবে সুজয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখা হবে। তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আদালত এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশ দেবে বলে জানিয়েছে। সোমবার ইডির নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে আদালতে উপস্থিত ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অর পিতা মানিক কুন্তলরা। সোমবারও চার্জ গঠন হলো না। অনুপস্থিত ছিলেন সুজয় কৃষ ভদ্র। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ আইনজীবীদের একাংশ। সোমবার আদালতে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি'র চার্জ গঠনে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের উপস্থিতির কথা থাকলেও হঠাৎ আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায় জেল কর্তৃপক্ষ। ওই হাসপাতালে কিছুক্ষণ চিকিৎসা হওয়ার পর তাকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকেই ডি সূত্রে জানা গেছে শুধু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকেও এদিন চার্জ গঠনে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্বশুরমশাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে নিয়ে তার জামাই হাসপাতালে চলে যান বলে জানান তার আইনজীবী।

সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল ধোসায়

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: দেশের সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে সংসদে কুরুচিকর মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার প্রতিবাদে সোমবার বিকালে মিছিল করল । জয়নগর ১ ব্লক সিপিআইএম। সোমবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোসা বাজারেতে। এদিন ড. বি আর আম্বেদকরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মান জ্ঞাপন করার পাশাপাশি আবাস যোজনার বাড়ি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল হয়। এ প্রসঙ্গে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের এরিয়া কমিটির সম্পাদক আব্দুল ওদুদ মোল্লা বলেন, জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে নামের তালিকায় দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। যাদের পাকা বাড়ি তাদের নাম তোলা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হাই আখন, অশোক সাহা, রবিন হালদার সহ অন্যান্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিক্ষক সংগঠনের ডেপুটেশন স্কুল শিক্ষা সচিবকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় হাইস্কুল শিক্ষকদের সংগঠন অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আগামী ৮ই জানুয়ারি জমায়েত ও ডেপুটেশন এর অনুমতি প্রদান করেন । ৮, ১৫ ও ২৪ বছরে অনার্স পিজি টিচারদের পদোন্নতি, ইএল, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির তৃতীয় ভাষার সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, রোপা-২০১৯ তে অসঙ্গতি, পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তদের অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, জানুয়ারি মাস থেকে উৎসশ্রী ট্রান্সফার চালু, অনার্স পোস্টের টিচারদের পিজি স্কেল, স্কুল শিক্ষা সহ কয়েকটি দাবিতে সংগঠনটি ডেপুটেশন দেবে বিকাশ ভবনে। জমায়েত বিষয়ে উপস্থিতি, মাইক সহ কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট। সংগঠনের সম্পাদক চন্দন গরাই স্কুল শিক্ষা ও শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা সমাধানে কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন।

মহেশতলায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহেশতলা

আপনজন: সোমবার মহেশতলার গোপালপুর অগ্রগামী সংঘ আয়োজিত ছোটদের বসে আঁকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উৎসবের শুভ সূচনা হয়। উৎসবের আমেজে বহু শিশু শীতের রোদ গায়ে মেখে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। রোদ ঝলমলে সকালে শিশুদের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লক্ষ্মীকান্ত দাস, চিত্রশিল্পী গোপাল মন্ডল ও বিশিষ্ট শিক্ষক গিরিধারী চক্রবর্তী , সম্পাদক শীতল মন্ডল, সভাপতি পঞ্চানন মন্ডল অন্যতম উদ্যোক্তা দুধকুমার নস্কর , সুব্রত সাঁধুখা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দুর্ঘটনা রোধে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বসল স্পিড সেন্সর মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: পথ দুর্ঘটনা এড়াতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের শান্তিপুর এলাকায় স্পিড মোশন সেন্সর মেশিন বসানো হল রানাঘাট ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা রুখতে এবার গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নিল রানাঘাট জেলা পুলিশ। আর তারই অঙ্গ হিসেবে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের শান্তিপুর এলাকায় স্পিড মোশন সেন্সর মেশিন বসাল রানাঘাট পুলিসের ট্রাফিক বিভাগ।
জাতীয় সড়কে জন বহুল এলাকা গুলিতে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৮০ কিলোমিটার নির্ধারণ রয়েছে। রানাঘাট পুলিশ সূত্রে খবর, ৮০ কিলোমিটার গতিবেগ সর্বোচ্চ থাকলেও চালকরা তার থেকে বেশি গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। আর সেই গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই এদিন এই স্পিড মোশন সেন্সর মেশিন বসাল ট্রাফিক বিভাগ। এর ফলে ঘন্টায় ৮০ কিলোমিটারের বেশী গতিতে গাড়ী চললেই অটোমেটিক সেই সব গাড়িকে ফাইন করবে এই মেশিন। এর ফলে গতি নিয়ন্ত্রণ হবে ও গতি নিয়ন্ত্রণে থাকলে দুর্ঘটনাও কম হবে বলে আশাবাদী রানাঘাট ট্রাফিক বিভাগ। শীতে কুয়াশার মধ্যে দুর্ঘটনা ঠেকাতে জাতীয় সড়কে ট্রাফিক দফতরের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় রেলিং গার্ড লাগিয়ে গাড়ির গতি কন্ট্রোল করার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রথম নজর

সৌদিতে অভিযান চালিয়ে ২৩ হাজারের বেশি প্রবাসীকে গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী দেশ সৌদি আরবে আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২৩ হাজারের বেশি প্রবাসীকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী।

রোববার (২৯ ডিসেম্বর) সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে এই খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে ২৩ হাজার ১৯৪ জন প্রবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দেশজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা অভিযানের অংশ হিসেবে তাদের গ্রেফতার করা হয়। দেশটির বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি সংস্থা যৌথ অভিযান চালিয়ে এই প্রবাসীদের গ্রেফতার করেছে।

সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আবাসন আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় ১৩ হাজার ৮৩ জন, সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনে ৬ হাজার ২১০ জন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৩ হাজার ৯০১ জন রয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ইয়েমেনি ৪১ শতাংশ, ইথিওপিয়ান ৫৭ শতাংশ এবং অন্যান্য দেশের ২ শতাংশ নাগরিক রয়েছেন। অবৈধ উপায়ে সৌদি আরব ত্যাগের চেষ্টার সময় আরও ৬৮ জন প্রবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এছাড়া অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে সৌদি আরবে প্রবেশের চেষ্টার সময় গ্রেফতার হয়েছেন ১ হাজার ৫৩৬ জন। তাদের মধ্যে ইয়েমেনি ও ইথিওপিয়ান নাগরিকদের সংখ্যাই বেশি।

একই সময়ে আবাসন ও কর্মবিধি লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন এবং আশ্রয় দেওয়ায় সৌদিতে বসবাসরত ২৩ ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশটিতে বর্তমানে ৩১ হাজার ১৩৯ জন প্রবাসীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাদের মধ্যে ২৮ হাজার ৬০৫ জন পুরুষ এবং দুই হাজার ৫৩৪ জন নারী।

গ্রেফতারকৃত প্রবাসীদের মধ্যে ২১ হাজার ৮৪৩ জনকে দেশে ফেরত পাঠানোর আগে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহের জন্য তাদের নিজ নিজ কূটনৈতিক মিশনে পাঠানো হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও ৪ হাজার ২৫ জনকে সৌদি আরব থেকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শিশুকে নিয়ে ফিলিস্তিনি বাবার আর্তনাদ

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যু হওয়া নবজাতককে নিয়ে আর্তনাদ করতে দেখা গেছে এক ফিলিস্তিনি বাবাকে। ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মী আব্দেল হাকিমের ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সন্তানের নিথর দেহ নিজের বাহুতে ধরে রেখেছেন তিনি। এই বাবা তার সন্তানকে মধ্য গাজার আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারা তাকে বাঁচাতে পারেনি।

তিনি জানান, হাসপাতালের চিকিৎসকরা এখন তার অন্য সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, 'এখানে কোনো তাঁবু বা আশ্রয়কেন্দ্র নেই। যারা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তাদের সবার বিচার করুক আল্লাহ। এই হলো আমার সন্তান জুমা। তার কী দোষ ছিল? কেন তাকে ঠাণ্ডায় জমে মরতে হলো?'

দীর্ঘ প্রায় ১৫ মাস ধরে দখলদার ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। গাজার এমন কোনো ভবন নেই যেখানে ইসরায়েলি সেনারা হামলা চালায়নি। এতে উপত্যকাটির ৯০ শতাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন। তাদের বেশিরভাগই অস্থায়ী জায়গায় থাকছেন। অনেকে আবার থাকছেন খোলা স্থানে। শীতকাল আসার পর সেখানকার মানুষ আরো কষ্টে পড়েছেন। দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী সেখানে শীতের প্রয়োজনীয় উপকরণও যেতে দিচ্ছে না। এতে করে ঠাণ্ডায় জমে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এ নিয়ে সতর্ক করলেও ইসরায়েল তা আমলে নিচ্ছে না।

ইথিওপিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৭১

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭১ জনে দাঁড়িয়েছে।

রোববার (২৯ ডিসেম্বর) দেশটির সাউদার্ন সিদামা অঞ্চলের বোনা জেলায় একটি যাত্রীবোঝাই ট্রাক নদীতে পড়ে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সিদামা আঞ্চলিক সরকারের মুখপাত্র ওসেনয়েলেহ সিমিওন জানান, দুর্ঘটনায় ৬৮ জন পুরুষ ও ৩ জন নারীসহ মোট ৭১ জন নিহত হয়েছেন।

আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যুরো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় জীবিতদের বোনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আর বিস্তারিত কোনও তথ্য কর্তৃপক্ষ দেয়নি।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইথিওপিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (ইবিসি) জানিয়েছে, দুর্ঘটনার শিকার ট্রাকে থাকা যাত্রীরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি নদীতে পড়ে যায়।

ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও চালকের অদক্ষতার কারণে ইথিওপিয়াতে প্রায়ই ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

এর আগে ২০১৮ সালে, দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকায় একটি বাস গিরিখাতে পড়ে অন্তত ৩৮ জন নিহত হন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষার্থী।

সিরিয়ায় অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ, নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের কাছে একটি অস্ত্রের ডিপোতে বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত হয়েছে। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, বাশার আল-আসাদের পতনের পর গরিব ও নিম্ন শ্রেণির অনেক মানুষ বিক্রয়যোগ্য ধাতুর সন্ধানে সামরিক স্থাপনাগুলোতে ঢুকে পড়েছিল। এই বিস্ফোরণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিহত হতে পারেন।

সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, দামেস্ক থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে আদ্রার শিল্প এলাকায় এ বিস্ফোরণ হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইসরায়েলি বাহিনী এখানে 'হামলা' চালিয়েছে। তবে ইসরায়েলের একটি সামরিক সূত্র বলেছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এই এলাকায় কোনো হামলা চালায়নি। সূত্র বলেছে, 'আমরা এই এলাকায় আইডিএফের (সেনাবাহিনী) হামলার বিষয়ে অবগত নই। আইডিএফ এই এলাকায় কোনও হামলা চালায়নি।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, 'কোথায় থেকে হামলা হয়েছে আমরা জানি না। হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। কত মানুষ হতাহত হয়েছে বলা কঠিন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাশিয়ার গুলিতেই যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত: ইলহাম আলিয়েভ

আপনজন ডেস্ক: কাজাখস্তানে বিধ্বস্ত হওয়া আজারবাইজান এয়ারলাইনসের বিমানটি রাশিয়া গুলি করে ভূপাতিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আজারবাইজানীয় প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ। এ দুর্ঘটনায় রাশিয়ার আক্রমণকে অনিচ্ছাকৃত বলেছেন তিনি। তবে ইলহাম মস্কোকে দিনের পর দিন এই বিষয়টি চেপে রাখার চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত করেছেন।

এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে ডয়চে ভেলে।

গত বুধবার আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে প্রতিবেশী রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী গ্রজনিতে যাচ্ছিল ফ্লাইট জে২-৮২৪৩। উড়োজাহাজটিতে যাত্রী ও ক্রু মিলিয়ে ৬৭ জন আরোহী ছিলেন। বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ৩৮ জন আরোহী নিহত হন।

এর একদিন পর আজারবাইজানের তদন্তের প্রাথমিক ফলাফলের বিষয়ে অবগত চারটি সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানায়, রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ইউক্রেনীয় ড্রোন ভেবে সেখানে আঘাত করে।

রোববার (২৯ ডিসেম্বর) আজারবাইজানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে আলিয়েভ বলেন, আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে বিমানটি রাশিয়ার ছোঁড়া গুলিতে ভূপাতিত হয়। আমরা বলছি না যে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে, তবে এমনটি করা হয়েছে।

আলিয়েভ বলেন, কাজাখস্তানে বুধবার বিধ্বস্ত হওয়া বিমানটিতে রাশিয়ার ভূখণ্ড থেকে গুলি করা হয় এবং বিমানটি ইলেকট্রনিক যুদ্ধকৌশলের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

আলিয়েভ রাশিয়াকে কয়েকদিন ধরে এই বিষয়টি চেপে রাখার চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত করেছেন, এবং তিনি বলেছেন যে রুশ কর্মকর্তাদের দ্বারা উপস্থাপিত ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যায় তিনি বিস্মিত এবং হতাশ। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, প্রথম তিন দিন আমরা রাশিয়ার কাছ থেকে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই শুনিনি।

এদিকে গত শনিবার বিমান বিধ্বস্তের 'দুঃখজনক ঘটনাটির' জন্য ক্ষমা চেয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনের বিবৃতিতে বলা হয়, ইউক্রেনের ড্রোন হামলা প্রতিহত করতে গেলে ভুলবশত যাত্রীবাহী ওই বিমান ভূপাতিত হয়। তবে শুরুতে এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করেছিল রুশ কর্তৃপক্ষ।

ফিরে দেখা ২০২৪: আর্ন্তজাতিক প্রসঙ্গ

ফের ক্ষমতায় ট্রাম্প

বিশ্বে সবচেয়ে সামরিক শক্তিধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনি প্রচারণায় চলাকালে খেয়েছেন গুলি। কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে ফেরেন তিনি। নির্বাচনি তর্কে নানা সমলোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। তবুও তাঁর জয় ঠেকাতে পারেননি বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হেরেছেন কমলা, জিতেছেন ট্রাম্প।

ঋষি সুনাকের পরাজয়

২০২৪ সালে দেশে দেশে ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের পরাজয় দেখেছে বিশ্ব। সে তালিকায় রয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ৫ জুলাই ব্রিটেনের নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। নজির গড়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন কেয়ার স্টারমার। তাঁর দল লেবার পার্টির কাছে ভরাডুবি হয় কনজারভেটিভ পার্টির। প্রধানমন্ত্রীর গদি হারান ঋষি সুনাক। ১৪ বছর পর টোরি শাসনের অবসান ঘটে রাজার দেশে।

ক্ষমতা পাকাপোক্ত পুতিনের

ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় দেশটিতে। পুতিনের ঝুলিতে পড়ে ৮৭.৮ শতাংশ ভোট। ফলে বিপুল জনসমর্থন পেয়ে ফের রাশিয়ার মসনদে বসেন তিনি। টানা পঞ্চমবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন পুতিন।

ইরানি প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যু

২০২৪ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে বিরোধের জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান ও ইরান সমর্থিত বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর শীর্ষনেতাদের। ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুর ঘটনাও প্রশ্নবিদ্ধ। ১৯ মে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ইরানের প্রেসিডেন্ট। একটি পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়ার সময় কপ্টারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উত্তর-পশ্চিম ইরানের একটি পাহাড়ে আছড়ে পড়ে।

পালালেন বাশার আল আসাদ

২৭ নভেম্বর সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ভয়ংকর রূপ নেয়। আল কায়দার শাখা সংগঠন হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নেতৃত্বে আলেপ্পো দখল করে নেওয়ার ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা। তারপর একে একে দারা, হোমসের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করার পর ৮ ডিসেম্বর রাজধানী দামেস্কো পেঁছে বিদ্রোহীরা। পালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ।

ইউরোপে ডানপন্থিদের উত্থান

সবাইকে চমকে দিয়ে ইউরোপে ডানপন্থি এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইউরোপে নির্বাচনগুলোতে ডানপন্থিদের উত্থান ছিল চোখে পড়ার মতো। ফ্রান্স এবং জার্মানিতে অনাস্থা ভোটে নাস্তানাবুদ হয়েছেন ক্ষমতাসীনরা। এই পট পরিবর্তনে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, গোটা ইউরোপে সংহতির অভাব ও ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা স্পষ্ট হয়েছে।

ইরান-ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি হামলা

হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়ে হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইরান ইসরায়েলে কয়েক শ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। এর জবাবে ইসরায়েলও ইরানের ভূ-খণ্ডে হামলা চালায়। পাল্টাপাল্টি এ হামলায় গোটাবিশ্ব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বিশ্বনেতারা সতর্ক করেন এভাবে হামলা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নতুন মাত্রা

ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে চায়। এটি জানার পরই রাশিয়া ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করে। বেধে যায় যুদ্ধ। দুই বছর পার হয়েছে এ যুদ্ধের। এখনো ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখল করতে পারেনি রাশিয়া। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ইউক্রেনের সেনারা। এ যুদ্ধে পশ্চিমারা ইউক্রেনকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে আসছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার ভূ-খণ্ডে হামলা চালায় ইউক্রেন। ক্ষিপ্ত হন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। সেনাদের বলেন, পরমাণু অস্ত্র তৈরি রাখতে।

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা

ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব চরমে পেঁছেছে। গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস হামলা থামেনি। ইসরায়েলের লাগাম টেনে ধরতে হামাসের সঙ্গে হুতি বিদ্রোহীরাও যোগ দিয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর পেজার বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে লেবানন। সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর সদস্যসহ প্রাণ যায় অন্তত ৫০০ জনের। আহতের সংখ্যা ৪ হাজার পেরিয়ে যায়। এ ঘটনার পরদিন থেকেই লেবাননে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ২৭ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলি সেনার অভিযানে নিহত হন হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। এ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ইরানও।

তাইওয়ান, পাকিস্তানে নির্বাচন

হাইতি ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অস্থিরতা ১৩ জানুয়ারি তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট হন লাই চিং তে ওরফে উইলিয়াম লাই। তাঁর এই জয়ে অস্বস্তি বাড়ে চীনের। অভিযোগ ছিল, এ নির্বাচনে কলকাঠি নাড়ছে বেইজিং। ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচন। সবচেয়ে বেশি আসনে জয় পান ইমরানের দল পিটিআই সমর্থিত নির্দলরা। কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার কারণে তাঁরা সরকার গঠন করতে পারেননি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন শাহবাজ শরিফ। অন্যদিকে মাফিয়াদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে হাইতি। ১৫ মার্চ রাজধানী পর্তোপ্রাঁসের ৮০ শতাংশ দখল করে নেয় বিভিন্ন গ্যাং। ইস্তফা দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়াল হেনরি। অস্থিরতা দেখা দেয় দক্ষিণ কোরিয়ায়। দেশটির প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন করে দেশটির পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের ৩০০ সংসদ সদস্যের মধ্যে ২০৪ জন তাঁকে অভিশংসনের পক্ষে ভোট দেন।

চাঙা বিশ্ব অর্থনীতি

করোনায় পৃথিবীর অর্থনীতি বড় ধরনের ধাক্কা খায়। চীনের মতো শক্তিশালী অর্থনীতির দেশও সে তালিকায় ছিল। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ হানাহানি চললেও অবিশ্বাস্যভাবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ২০২৪ সালে ৩ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। দেশে দেশে লড়াই চললেও বেড়েছে বিনিয়োগ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চমক

২০২৪ সালে প্রযুক্তি খাতে বড় সংযোজন ঘটায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার ছিল এ বছর। চিকিৎসা, শিক্ষা ও নানা ধরনের প্রযুক্তি পণ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দ্রুতগতিতে বেড়েছে। চ্যাটজিপিটির ব্যবহার মানুষকে অবাক করেছে। হাতের মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ঘরের ওয়াশিং মেশিন, বৈদ্যুতিক বাতি সব কিছুতেই যোগ হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার নিয়েও আলোচনার ঝড় উঠেছে। নকল ভিডিও ও হুবহু মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করার প্রযুক্তি দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে।

পৃথিবীতে এলো চাঁদের মাটি

চাঁদের দক্ষিণ মেরুর অদেখা অঞ্চল থেকে মাটি ও পাথর নিয়ে ফিরে এসেছে নভোযান চ্যাংই-৬। এ অনন্য কীর্তি ঘটায় চীন। ২৫ জুন দুপুরে মঙ্গোলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল সিজিওয়াং ব্যানারে অবতরণ করে নভোযান চ্যাংই-৬। চাঁদের যে অংশ থেকে নমুনা আনা হয়েছে তা নিয়ে এখনো অনেক কিছু অজানা। কারণ অঞ্চলটি পৃথিবী থেকে কখনো দেখা যায় না। গত ৩ মে দক্ষিণ চীন থেকে রওনা দেয় মনুষ্যবিহীন নভোযানটি। এরপর ২ জুন এটি সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করে। প্রায় দুই দিন ধরে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর সবচেয়ে পুরনো এবং বড় গর্ত থেকে মাটি ও পাথর সংগ্রহ করে যানটি।

জাপান ও তাইওয়ানে ভূমিকম্প, বন্যায় ডুবল ব্রাজিল

২০২৪ সালে বেশ বড় কয়েকটি ভূমিকম্প, বন্যা ও টাইফুনের ঘটনায় মানুষের মৃত্যু ও প্রকৃতির কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ১ জানুয়ারি, ২০২৪। নতুন বছরের প্রথম দিনই জাপানে ৭.৬ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্প হয়। প্রাণ হারান শতাধিক মানুষ, ক্ষয়ক্ষতিও হয় বিস্তর। ৩ এপ্রিল ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তাইওয়ান। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৭.৪। মৃত্যু হয় ১০০ মানুষের, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ব্যাপক। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বড় বড় দালান। বন্যায় সীমাহীন কষ্টের মুখোমুখি হয় ব্রাজিলের জনগণ। ৫ মে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে ব্রাজিল। সঙ্গে প্রবল বর্ষণ। মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায় এবং বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হন দেড় লাখ মানুষ। প্লাবনে তলিয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। গত ৮০ বছরের মধ্যে এটাই ছিল ব্রাজিলের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা।

দাবদাহে কাবু বিশ্ব

বিশ্বে উত্তাপ বাড়ছেই। এলোমেলো হয়ে পড়েছে ঋতুবৈচিত্র্য। পৃথিবীর উষ্ণতম বছর ছিল ২০২৪। বিশ্বে তাপমাত্রা ১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যে কারণে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে গবেষকদের কপালে। এ অবস্থার উন্নতি না হলে পৃথিবীতে আগামী বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দাবদাহ আরও ভয়াবহ আকারে বাড়তে থাকবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৭মি.

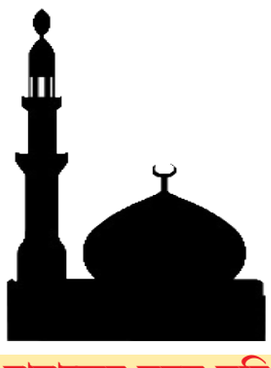

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৬
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৩.২৭	
মাগরিব	৫.০৭	
এশা	৬.২২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে নেতানিয়াহু, অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার দেশ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) তার প্রস্টেট অপসারণের অস্ত্রপচার হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের হাদাসাহ মেডিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর জ্ঞান ফিরেছে, তিনি ভালো আছেন।

এর আগে নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক ঘোষণায় জানায় যে, তিনি মূত্রনালীর সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। গত মার্চে নেতানিয়াহুর হার্নিয়ার অস্ত্রপচার হয়েছিল।

এমন সময় তার এই অস্ত্রপচার হলো যখন গাজা উপত্যকায় অভিযানের নামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। ১৪ মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় হামলা চালাচ্ছে দখলদার বাহিনী। সেখানে অভিযানের নামে মসজিদ, হাসপাতাল, আবাসিক ভবনসহ সব ধরনের স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গাজার এমন কোনো স্থান বাকি নেই যেখানে ইসরায়েল হামলা চালায়নি।

এর আগে, গত ২৩ ডিসেম্বর দুর্নীতি মামলায় নিজের বক্তব্য পেশ করতে আদালতে হাজির হয়েছিলেন নেতানিয়াহু।

নরওয়েতে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল যাত্রীবাহী বিমান

আপনজন ডেস্ক: নরওয়ের বিমানবন্দরে বড় ধরনের দুর্ঘটনার কবল থেকে বেঁচে গেছে নেদারল্যান্ডসগামী যাত্রীবাহী একটি বিমান। জরুরি অবতরণের সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে বিমানটি। দক্ষিণ কোরিয়ায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ১৭৯ জনের মৃত্যুর পর এ খবর পাওয়া গেল।

বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়, রোববার (২৯ ডিসেম্বর) নরওয়ে থেকে নেদারল্যান্ডসের উদ্দেশে যাত্রা করে রয়্যাল ডাচ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। তবে উড্ডয়নের পরপরই কোনো কারণে এটি আবারও নরওয়ের বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। এ সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে বিমানটি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এপিসেভেনএম বলেছে, পাইলটরা জরুরি অবতরণের জন্য অসলো থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে স্যান্ডেফজর্ড টর্প বিমানবন্দরে বিমানটিকে ডাইভার্ট করার সিদ্ধান্ত নেন। অবতরণের সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ার পর একটি ঘাসযুক্ত স্থানে বিমানটিকে নিতে সক্ষম হন পাইলট।

যদিও এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে অল্প সময়ের মধ্যে বোয়িং বিমানগুলোতে এমন যান্ত্রিক ত্রুটির খবরে বেশ উদ্বিগ্ন যাত্রীরা।

ঘোষণা পত্র

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জিনাত পারভিন পিতা-নজরুল ইসলাম সাং-রাইগাছি, পোস্ট ও থানা- রাজারহাট জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, মৌজা-রাইগাছি, J.L-12 হাল দাগ নং 905, 859, 860-এ খতিয়ান- 633 থেকে 2.46 শতক ও খতিয়ান-1312 থেকে 0.04 শতক জমি 1) মাসুদা বিবি স্বামী- রাজু আলী, সাং ও থানা-দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। 2) আসমা বিবি, স্বামী- আলাউদ্দিন সরদার, সাং- কদম্বগাছি, থানা-বারাসাত জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পক্ষে রাজারহাট ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 152313764/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত তব্বত আলী মন্ডল, সাং-রাইগাছি থানা-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা এর নিকট হইতে 1523008232/2024 নং কোবলা দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে রাজারহাট BL&LRO অফিসে জানাবেন। অন্যথায় ক্রেতা উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে পত্তন করাইবেন ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৫৪ সংখ্যা, ১৫ পৌষ ১৪৩১, ২৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

ঐক্যবদ্ধ

সারা বিশ্ব আজ বড় অস্থির। করোনা মহামারি হইতে বিশ্ববাসী পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই জন্য তাহাদের অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে বিশ্বে নূতন করিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহা থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো মীমাংসা না হইতেই ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে মধ্যপ্রাচ্য। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ ইউক্রেনে বিশ্বের এক নম্বর গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়ার হামলা আজও চলমান। অন্যদিকে বিশ্বের মোট তেলের ৫২ শতাংশ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪৩ শতাংশের মজুতের অধিকারী মধ্যপ্রাচ্য আবার অশান্ত। ফলে বিশ্বে খাদ্য ও জ্বালানির সরবরাহ ও নিরাপত্তা আজ মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। ইহাতে দেশে দেশে দেখা দিয়াছে অসহনীয় মূল্যস্ফীতি। ২০২০ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি যেইখানে ছিল ১.৯৩ শতাংশ, সেইখানে ইহা গত বত্সর ছিল ৮.২৭ শতাংশ। এই বত্সর শেষ নাগাদ তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমরা কেহ জানি না। যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীকে আজ দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা কী হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। করোনার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স ছিল বেশ সন্তোষজনক। এশিয়ার টাইগার হিসাবে বাংলাদেশ আগাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু করোনা ও যুদ্ধের অভিঘাত আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার উপর নির্বাচনি বত্সরে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো এইখানেও অর্থনৈতিক চাপ থাকাটা অস্বাভাবিক নহে। কেননা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি অস্থির হইয়া উঠিলে অর্থনীতিতে তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িতে বাধ্য। ইহাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্তসহ বিপাকে পড়ে সামষ্টিক অর্থনীতি। সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হইয়া উঠে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-২০২৩ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ও টাকার অবমূল্যায়ন এই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বড় অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে। যদিও চলতি অর্থবত্সরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হইয়াছিল ৭.৩ শতাংশ, তবে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী তাহা হইতে পারে ৫.৬ শতাংশ। আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ীও আমরা রহিয়াছি নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে। আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্স হ্রাস, শিল্প খাতে বিপর্যয়, শিল্পের কাঁচামাল ও নিত্যপণ্য চাহিদামতো স্থানান্তর সংকট, রাজস্ব আদায়ে ধস, রিজার্ভ হ্রাস, ডলার-সংকট, ব্যাংক খাতে অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এখন হুমকির মুখে। প্রতিকূল আবহাওয়া, জ্বালানিসংকট, অর্থপাচার, করপোরেট সুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণও দায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য। মর্গান স্ট্যানসির গবেষণায় অর্থনীতিবিদরা দেখাইয়াছেন যে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের মোট দেশজ উত্পাদন হইবে ২.৯ শতাংশ, যাহা গত বত্সর ছিল ৩.৪ শতাংশ। তবে বিশ্ব অর্থনীতিকে দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে এবং সম্ভাব্য আরেকটি ভয়াবহ বিশ্বমন্দা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা। কিন্তু দুশ্চিন্তায় থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নেতাদের এই আবেদন কি বিশ্বনেতাদের কর্ণকুহরে আদৌ পৌঁছাইবে বা পৌঁছাইলেও কি তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলি বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিয়া উঠিতে পারিলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য তাহা হইতে পারে বিপজ্জনক। তাই এই মুহূর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতাদের উচিত নিজেদের বিরোধ-বিসংবাদ যতখানি সম্ভব দূরে ঠেলিয়া দেওয়া ও জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাইতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

.....

পাকিস্তানের সঙ্গে তালিবানের সংঘাতের পরিণতি কী হবে

২০২১ সালের আগস্টে তালিবান কাবুলের ক্ষমতা দখল করেছিল। তখন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ আফগানিস্তানের সঙ্গে তোরখাম সীমান্তে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। সম্মেলনের মেজাজ ছিল বিজয়োল্লাসপূর্ণ। রশিদ দাবি করেছিলেন যে তালিবানের ক্ষমতায় আরোহণ ‘এক নতুন ছক’ তৈরি করে অঞ্চলটিকে বৈশ্বিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তালিবানের ক্ষমতায় ফিরে আসাকে আফগানদের ‘দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা’র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। লিখেছেন **হামিদ হাকিমি...**

২০২১ সালের আগস্টে তালিবান কাবুলের ক্ষমতা দখল করেছিল। তখন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ আফগানিস্তানের সঙ্গে তোরখাম সীমান্তে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। সম্মেলনের মেজাজ ছিল বিজয়োল্লাসপূর্ণ।

রশিদ দাবি করেছিলেন যে তালিবানের ক্ষমতায় আরোহণ ‘এক নতুন ছক’ তৈরি করে অঞ্চলটিকে বৈশ্বিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তালিবানের ক্ষমতায় ফিরে আসাকে আফগানদের ‘দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা’র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

প্রায় ২০ বছর ধরে আফগান তালিবান একটি সুসংগঠিত এবং টেকসই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছে। একপর্যায়ে তারা ৪০টির বেশি দেশের সমন্বয়ে গঠিত মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের মুখোমুখি হয়েছিল। সেই সময় তালিবান নেতা এবং যোদ্ধারা পাকিস্তানের আফগানিস্তান-সংলগ্ন অঞ্চলে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

তালিবান নেতারা পাকিস্তানের বড় বড় শহর, যেমন কোয়েটা, পেশোয়ার এবং পরে করাচিতে তাঁদের উপস্থিতি গড়ে তুলেছিলেন। স্থাপন করেছিলেন সংযোগ।

অনেক তালিবান নেতা এবং যোদ্ধা পাকিস্তানের ইসলামি ধর্মীয় স্কুল থেকে স্নাতক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারুল উলুম হাক্কানিয়া। এখানেই তালিবান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মুহাম্মদ ওমর পড়াশোনা করেছেন।

তালিবান পাকিস্তানে এমন একটি পরিবেশ খুঁজে পেয়েছিল, যা পাকিস্তানি সমাজের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে তাদের সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

পাকিস্তানের সমর্থন ও আশ্রয় ছাড়া তালিবানের সফল বিদ্রোহ অসম্ভব হতো।

এত আন্তরিকতার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সাম্প্রতিক অবনতির কারণ কী?

ঐতিহাসিক এবং বর্তমান কারণ আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। পাকিস্তান তালিবানের ক্ষমতা দখলকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে পাকিস্তান যতটা আশা করেছিল, তালিবান সরকার ততটা সহযোগী হয়নি। পাকিস্তান বৃহত্তর আফগান সমাজের সমর্থন আদায় করতে জাতীয়তাবাদী বয়ান অনুসরণ করছে। তালিবান নেতারাও যুদ্ধরত গোষ্ঠী থেকে একটি সরকারে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা আর পাকিস্তানের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চান না।

ডুরান্ড লাইন আন্তর্জাতিকভাবে আফগানিস্তান ও বর্তমান পাকিস্তানের মধ্যে একটি সীমানা হিসেবে স্বীকৃত। পাকিস্তান এই লাইনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তবে আফগানিস্তানে ডুরান্ড লাইন একটি আবেগের ব্যাপার। কারণ, এটি সীমান্তের দুই পাশে থাকা পশতুনদের বিভক্ত করেছে।

১৯৯০-এর দশকের তালিবান সরকার ডুরান্ড লাইনকে স্বীকৃতি দেয়নি। বর্তমান তালিবান শাসন তাদের পূর্বসূরিদের নীতি অনুসরণ করছে। পাকিস্তান আবার তালিবানদের এই মনোভাবকে আফগানিস্তানে পাকিস্তানের কৌশলের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে।

তালিবানের আফগানিস্তানে সাফল্যের পর সশস্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেত্রটি দৃশ্যত পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে পাকিস্তানি নিরাপত্তা ও পুলিশ বাহিনীর ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শক্তি প্রদর্শন হয়তো সংবাদমাধ্যমে অস্থায়ী চমক সৃষ্টি করতে পারে। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আর সঙ্গে ধৈর্য। কিন্তু একটি প্রজন্মের বেশি সময় ধরে নেতাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং দূরদর্শিতার অভাবে উভয় দেশের ৩০ কোটির বেশি মানুষের সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই হামলাগুলোর বেশির ভাগের দায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) স্বীকার করেছে। টিটিপি পাকিস্তানি তালিবান নামে পরিচিত। টিটিপি এবং আফগান তালিবান বহু বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করেছে। তারা আশ্রয় এবং সম্পদ ভাগাভাগি করেছে।

পাকিস্তান ২০০১ সালের পর আফগান তালিবানকে ‘বন্ধু’ হিসেবে গণ্য করেছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তবর্তী পশতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করা এবং তালিবানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুবিধা নেওয়া।

হাক্কানি নেটওয়ার্ক আফগান তালিবানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০১১ সালে তৎকালীন মার্কিন সামরিক-প্রধান মাইকেল মুলেন এই হাক্কানি নেটওয়ার্ককে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের একটি শাখা বলে অভিহিত করেছিলেন। বিশ্লেষকেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে তালিবানকে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের জন্য পাকিস্তানের সমর্থন পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে আরও সাহসী করে তুলবে।

এই সংঘাতের পরিণতি কী?

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে টিটিপির নেতাদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। তালিবান সম্ভবত তা গ্রহণ করবে না। এমন পদক্ষেপ টিটিপির সঙ্গে তালিবানের সম্পর্ক নষ্ট করবে।

দুই দশক আগের পাকিস্তানের মতোই, তালিবান এখন বলছে যে টিটিপি পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। ইসলামাবাদকে তাদের সমস্যাগুলো নিজেই সমাধান করতে হবে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সম্ভবত আফগান ভূখণ্ডে বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাবে। এর জন্য তারা সামান্য আন্তর্জাতিক নিন্দার সম্মুখীন হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এমন আন্তর্জাতিক নিন্দায় তেমন কিছু আসে যায় না। ইসরায়েলের মতো দেশগুলো নিরাপত্তা হুমকির দাবি করে সীমান্ত পার হয়ে বিমান হামলা চালায়।

এ ছাড়া জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। বেলুচিস্তানে চীনা বিনিয়োগকৃত অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারটিও আছে।

আফগান ভূখণ্ডে হামলা চালালে পাকিস্তানি জনগণের কাছে একটি রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়। বাইরে একটা শত্রু তৈরি করতে পারলে দেশের ভেতর সমস্যাগুলো নিয়ে চাপ কমিয়ে ফেলা যায়।

এদিকে আফগানিস্তানে তালিবান সরকার এখন আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকর অংশীদারহীন। এদিকে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে একজন শীর্ষ তালিবান সামরিক নেতা উল্লেখ করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র আফগান আকাশসীমার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

তালিবান নেতারা পাকিস্তানের এই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাঁরা কীভাবে এমন একটি সামরিকভাবে শক্তিশালী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে যে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মিত্র হিসেবে কাজ করে আসছে? এটা এখনো স্পষ্ট নয়।

পাকিস্তানের হাতে তালিবানকে প্রভাবিত করার আরও উপায় আছে। ভূমিবেষ্টিত আফগানিস্তানে অধিকাংশ বাণিজ্য পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। পাকিস্তান কয়েক দশক ধরে লক্ষাধিক আফগান শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক অভিযান আফগানিস্তানের ভেতরে বাস করা আফগান জনগণের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব বাড়াবে। পাকিস্তানি পশতুন জনগোষ্ঠী আরও বিচ্ছিন্ন অনুভব করবে। আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বিদ্রোহ গড়ে ওঠে সামাজিক ক্ষোভ, বঞ্চনা এবং যুবসমাজের হতাশার ওপর ভিত্তি করে।

শক্তি প্রদর্শন হয়তো সংবাদমাধ্যমে অস্থায়ী চমক সৃষ্টি করতে পারে। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আর সঙ্গে ধৈর্য। কিন্তু একটি প্রজন্মের বেশি সময় ধরে নেতাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং দূরদর্শিতার অভাবে উভয় দেশের ৩০ কোটির বেশি মানুষের সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

হামিদ হাকিমি চ্যাথাম হাউসের অ্যাসোসিয়েট ফেলো, সিএইচএস দোহায় সিনিয়র ফেলো এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো

সৌজন্যে: আল-জাজিরা, ইংরেজি থেকে অনূদিত

মহিলাদের শরীর দেখা যায় এমন জানালা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল আফগানিস্তানে

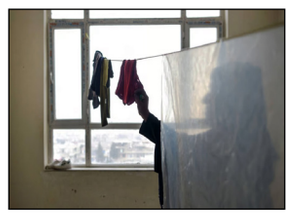

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে আবাসিক ভবনগুলোতে এমন জানালা নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা আফগান নারীদের ব্যবহৃত স্থানের দিকে মুখ করে থাকে। পাশাপাশি বিদ্যমান জানালাগুলো বন্ধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা এ সম্পর্কিত একটি নির্দেশ জারি করেছেন। তালিবান সরকারের মুখপাত্র শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, নতুন ভবনে এমন জানালা থাকা উচিত নয়, যেগুলো থেকে ‘আঙিনা, রান্নাঘর, প্রতিবেশীর কুয়া ও অন্যান্য জায়গা দেখা যায়, যা সাধারণত নারীরা ব্যবহার করেন। সরকারি মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এই আদেশে উল্লেখ করেছেন, ‘নারীদের রান্নাঘরে কাজ করতে, আঙিনায় চলাফেরা করতে বা কুয়া থেকে পানি আনতে দেখা অশালীন কাজের দিকে নিয়ে যেতে পারে।’ নির্দেশ অনুযায়ী, ভবন নির্মাণস্থলগুলোতে পৌর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নজরদারি করতে হবে, যাতে প্রতিবেশীদের বাড়ির ভেতর দেখা যায়—এমন জানালা তৈরি করা না হয়। এ ছাড়া যদি এমন জানালা ইতিমধ্যে থেকে থাকে, তবে মালিকদের উৎসাহিত করা হবে দেয়াল নির্মাণ বা অন্য কোনো উপায়ে জানালাগুলো ঢেকে দিতে, যাতে প্রতিবেশীদের জন্য অসুবিধা এড়ানো যায়। ২০২১ সালের আগস্টে তালিবানের ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে নারীদের জনসমাগমস্থল থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ এসব পদক্ষেপকে ‘লিঙ্গবৈষম্যের শাসন’ হিসেবে গোষ্ঠীটির সমালোচনা করেছে। তালিবান কর্তৃপক্ষ মেয়েদের জন্য প্রাথমিকের পর শিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে, কর্মসংস্থানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং পার্ক ও অন্যান্য জনপরিসরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। সম্প্রতি একটি আইন জারি করে তালিবান সরকার নারীদের জনসমক্ষে গান গাওয়া বা কবিতা আবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছে। একই সঙ্গে বাড়ির বাইরে দেহ ঢেকে রাখতে ও কণ্ঠ অন্যদের না শোনাতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিছু স্থানীয় রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন ইতিমধ্যে নারীদের কণ্ঠ সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে। তালিবান প্রশাসন দাবি করে, ইসলামী আইন আফগান পুরুষ ও নারীদের অধিকার ‘নিশ্চিত’ করে।

ইলন মাস্ক-আদানিদের উত্থান বলছে এখন নব্যসামন্তীয় পুঁজিবাদের কাল

ইলান কাপুর

অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাশিয়া ও চীনের মতো স্বৈরতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শাসনগুলোকে ধনিকতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। সেখানে প্রভাবশালী অলিগার্ক বা ধনকুবেররা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করতেন। রাশিয়ার পুতিন সরকারে ইউরি কোভালচুক, গেন্নাদি তিমশেঙ্কো ও রোতেনবার্গ ভাইদের স্পষ্ট প্রভাব ছিল। অন্যদিকে চীনে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি ঝং শানশান ও মা হুয়াতেংয়ের মতো শতকোটিপতিদের বেড়ে ওঠায় সহায়তা করেছে।

কিন্তু আজ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও ক্রমে এই ধনিকতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন প্রশাসন এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। ট্রাম্পের ‘বিলিয়নিয়ার বয়েজ ক্লাব’-এ ইলন মাস্ক, হাওয়ার্ড লুটনিক, বিবেক রামস্বামীসহ আরও অনেকেই রয়েছেন। ইলন মাস্ককে (যাঁর সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি ডলার বা তার বেশি) নতুন একটি ‘সরকারি দক্ষতা বিভাগ’-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বিভাগটি প্রায় ২০ হাজার কোটি ডলারের ‘সরকারি অপচয়’ কমানো এবং ‘অতিরিক্ত’ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাতিল করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

নরেন্দ্র মোদির সরকারের এই সময়ে ভারতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মোদি প্রশাসন মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি ও সাজ্জন জিন্দালের মতো কিছু ধনকুবেরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছে। এর লক্ষ্য হলো ব্যবসাবান্ধব নীতি চালু করা এবং অর্থনীতিকে আরও উদারীকরণ করা। শুধু ভারত নয়, এমন ধনকুবেরদের প্রভাব ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, তুরস্কসহ অন্য অনেক উদার গণতান্ত্রিক দেশে দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, ধনিকতন্ত্রের প্রতি এই বৈশ্বিক পরিবর্তন কীভাবে বোঝা যাবে? এখন ধনকুবেররা শুধু অর্থনীতির নয়, রাজনীতিতেও এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করছেন, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এর কারণ হিসেবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এটি অর্থনীতির একটি বড় পরিবর্তনের অংশ। আগে নব্য উদারবাদ, অর্থাৎ ‘মুক্তবাজার’-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হতো। এখন আমরা নব্যসামন্ততন্ত্রের দিকে যাচ্ছি। নব্যসামন্ততন্ত্র হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে চরম বৈষম্যের কারণে বিশালসংখ্যক সাধারণ মানুষ কেবল ধনীদেরই সেবা করে বেঁচে থাকে।

একাডেমিক ব্যক্তিত্ব জোডি ডিন এটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ‘কয়েকজন বিলিয়নিয়ার সমান এক বিলিয়ন অনিশ্চিত শ্রমজীবী।’

আজকের দিনেও বুলেটগতিতে বৈশ্বিক অসাম্যের দ্রুত বৃদ্ধি নব্যসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ১৯৮০-এর দশক থেকে বিশ্বজুড়ে আয়বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে। এ প্রবণতা বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা প্রায় সব বড় শিল্পোন্নত দেশ ও উদীয়মান বাজারে দেখা গেছে।

নব্যসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো বর্তমান ‘প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি’। এখানে অ্যাপল, গুগল, মেটা, উবার এবং এয়ারবিএনবির মতো অল্প কয়েকটি প্রযুক্তি কোম্পানি অসাধারণ ধনী হয়ে উঠেছে।

এসব কোম্পানি তাদের মালিক ও শেয়ারহোল্ডারদের বিলিয়নিয়ারে পরিণত করেছে। তারা কম খরচে শ্রম, অস্থায়ী কর্মী ও সস্তা কারখানার ওপর নির্ভর করেছে। পাশাপাশি তারা সরকারের কাছ থেকে করছাড় ও বিনিয়োগের সুবিধা পেয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের কষ্ট বেড়েছে আর কোম্পানিগুলো আরও ধনী হয়েছে। আজকের দিনে ধনী ব্যবসায়ীদের সরকারে জড়িত হওয়ার মূল কারণ হলো নিজেদের জন্য সুবিধাজনক কর ও বিনিয়োগনীতি নিশ্চিত করা এবং বিশাল মুনাফা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

ট্রাম্প, মাস্ক, আদানি বা বেরলুসকোনির মতো ব্যক্তিরা নিজেদের জনগণের নেতা হিসেবে দেখালেও তাঁদের নীতিগুলো মূলত করপোরেট লাভ বাড়ানো ও বাজারের দখল নেওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। নব্যসামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি নব্য উদারবাদ থেকে আলাদা। এখানে মুনাফা অর্জনের জন্য আরও বেশি চাপ দেওয়ার ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন হয়। যেহেতু নব্যসামন্ততান্ত্রিকতাই আজকের বাস্তবতা এবং ধনকুবেরদের শাসন উত্তরোত্তর বাড়ছে, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি, উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলো ধীরে ধীরে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের দিকে এগোচ্ছে।

ইলান কাপুর টরন্টোর ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড আরবান চেঞ্জে ক্রিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যাপক

সৌজন্যে: আল-জাজিরা, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ভগবানগোলায় কলেজ, দমকল কেন্দ্রের দাবিতে ডেপুটেশন ও পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতবেদক ● ভগবানগোলা

আপনজন: সোমবার ভগবানগোলা - রাণীতলা নাগরিক মঞ্চ ভগবানগোলায় সরকারি ডিগ্রি কলেজ ও দমকল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ডেপুটেশন ও পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে। তারা ভগবানগোলা ১ নং ও ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দ্বয়কে ডেপুটেশন দেন। সকাল সাড়ে এগারোটায় ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিকেল সাড়ে তিনটায় ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে ডেপুটেশন দেন। নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক আজমল হক এর নেতৃত্বে সাত জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন। প্রতিনিধি দল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে ডেপুটেশন দিয়ে মিছিল করে বারো তেরো কিলোমিটার দূরে ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে আসেন পদযাত্রা করে। পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের সামনে তাঁরা একটি পথসভা করেন। পথসভায় নাগরিক মঞ্চের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন বন্দী মুক্তি কমিটির মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি এবং ওবিসি অধিকার রক্ষা মঞ্চ এর নেতা ডাঃ এম আর ফিজা। এসডিপিআই রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। উল্লেখ্য ভগবানগোলা বিধানসভায় দুটি ব্লক। ভগবানগোলা ১ এবং ২ । মোট জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ এবং ভোটার প্রায় তিন লাখ। ৯০ শতাংশ মুসলিমের বাস। ভগবানগোলা শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন কলেজ নেই। এই ব্লকে ১৭ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে এবং প্রতি বছর গড়ে সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক করেন। তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ করে ছাত্রীদের সিংহভাগ কাছাকাছি কলেজ না থাকার কারণে শিক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হন। অথচ এখানে একটি কলেজ গড়ে তোলা হয়নি। আগামী দিনে কলেজ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানান নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক আজমল হোসেন।

উত্তর দিনাজপুরে জেলা বইমেলার সূচনা হল

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ শহরের পার্বতী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সোমবার বিকেলে ৩০তম জেলা বইমেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজ্যে ৩৮০টি মডেল গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আধুনিক পরিষেবা পাবে পাঠকরা। বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, বইয়ের বিকল্প কিছু নেই এবং এটি পড়াশোনার মূল ভিত্তি। মন্ত্রী গ্রন্থাগার স্থাপনের গুরুত্ব দিয়ে কালিয়াগঞ্জ পৌরসভাকে একটি গ্রন্থাগার চালুর পরামর্শ দেন। মেলায় শতাধিক স্টল রয়েছে এবং আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী, এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালসহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী স্টল ঘুরে দেখেন এবং জনসাধারণের উৎসাহে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠান তারকেশ্বর বইমেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু ৭ দিন তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত তারকেশ্বর বইমেলায় 'কলমে তারকেশ্বর' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষের এই মেলায় গত ২৯ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল এক প্রাঞ্জল সাহিত্য বাসর। যাতে অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কবি সাহিত্যিকরা। বিশিষ্ট ছড়াকার মুক্ত বলাকার প্রাণপুরুষ সুশান্ত পাড়ুই এর সভাপতিত্বে এবং বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেখ আব্দুল মান্নান, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গৌতম সমাজদার ও অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ কোলের উপস্থিতিতে মঞ্চাসীন কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠে মুখর হয়ে বৈকালিক কবিতা বাসর। স্থান কাল সময়ের প্রেক্ষিতে রচিত বিভিন্ন কবির কবিতা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন মঞ্চপবিষ্ট অতিথিরা।স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গোলক বিহারী, সুমন কোদালি, সুলেখা চৌধুরী, মোমিনুল ইসলাম, বিকাশ যশ, মহীম চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র নাথ কোলে, সুজন, অতনু মাঝি, চন্দ্রনাথ শেঠ, নীলরতন কুন্ডু, তারকনাথ মিত্র প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বইমেলা আয়োজকদের তরফে 'কলমে তারকেশ্বর' পত্রিকার সম্পাদক সুপ্রিয় ব্যানার্জি, সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি, সহ সম্পাদক সুমন কোদালি, কার্যকরী সভাপতি সুমন্ত বেরা। বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রাপ্ত সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক শুভঙ্কর রায়চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ঔপন্যাসিক সিরাজুল ইসলাম ঢালিও।

গঙ্গাসাগরে প্রায় ২০ ঘন্টা ভেসেল পরিষেবা থাকবে, চলবে সিসিটিভিতে নজরদারি

আসিফা লস্কর ও চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● আলিপুর

আপনজন: অপেক্ষার মাত্র কয়েকটা দিন জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে দফায় দফায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেলা প্রস্তুতির কাজ শুরু করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে বাড়ানো হয়েছে স্নানঘাট। প্রতিবছর মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি জমে যাওয়ার কারণে ভেসেল পরিষেবা বিঘ্নিত ঘটে এর ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় ভেসেল ঘাট গুলিতে পুণ্যার্থীদের সেই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ২০২৫ গঙ্গাসাগর মেলাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মুড়িগঙ্গা নদীতে নাব্রতা বাড়ানোর জন্য চলছে ড্রেজিং। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সোমবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরের জেলার সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। এর পর সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা ও সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক অনন্যা মজুমদার সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক ও কর্তারা। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, এ বছর পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য ১৮ থেকে কুড়ি ঘন্টা চলবে ভেসেল পরিষেবা। কুয়াশা থাকার কারণে বিভিন্ন সময় পুণ্যার্থীদের ভেসেল দিক নির্ণয় না করতে পেরে চড়ায় গিয়ে আটকে পড়ে এর জেরে সমস্যার মধ্যে পড়তে হত পূণ্যার্থীদের সেই সমস্যা সমাধান হয়েছে। আন্টি ফগ লাইট এবং ইসরোর অত্যাধুনিক ব্যবস্থার এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় থাকছে। গঙ্গাসাগর মেলায় ১১৫০টি সিসিটিভি লাগানো থাকছে। ১০০ টি সৌরবিদ্যুতের আলোরও বন্দোবস্ত থাকছে এবারের মেলায়। জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা এও বলেন, পুণ্যার্থীরা যাতে ১ নম্বর বিচের দিকেই স্নানঘাটে নিরাপদে পুণ্যস্নান সারতে পারেন,সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। সেখানে যাতায়াতের জন্য নতুন রাস্তাও তৈরি করা হচ্ছে।

বাবুঘাট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত থাকছে কন্যাশ্রীদের জন্য বাফার জোন। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে থাকছে ২১ টি জেটি ৯টি অত্যাধুনিক বার্জ থাকছে ৩৫ টি ভেসেল। পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য ১৬ টি বাফার জোন। প্রতিটি বাফার জন্য থাকছে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং চিকিৎসা পরিষেবা। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এর জন্য থাকছে পাঁচটি অস্থায়ী হাসপাতাল। থাকতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এ কথা মাথায় রেখে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলায় তৈরি করেছে জেলা পুলিশ। এ বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও নালাঘাট তিনি জানান, সিসিটিভির মাধ্যমে চলবে নজরদারি। খোলা হবে মেগা কন্ট্রোল রুম। গঙ্গাসাগর মেলা নাশকতার ছক বানচাল করার জন্য আকাশ পথের ড্রোনের মাধ্যমে চলবে নজরদারি।

সরকারি ভবন লিজ দেওয়ায় সাসপেন্ড মাদ্রাসার সুপাররা, ৩ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙা

আপনজন: আমডাঙা কেন্দ্রীয় সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার সরকারি ভবন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লিজ দেওয়ায় সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে বরখাস্ত করা হলো। গত ২৪শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী সোমবার ওই মাদ্রাসার বর্তমান পরিচালন সমিতি সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ সিরাজুল হক মল্লিক এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট নুরুল হককে দরখাস্ত করেছে। পাশাপাশি বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক (ডোমা) আমডাঙা কেন্দ্রীয় সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার তৎকালীন পরিচালন সমিতির সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ মন্ডল সহ সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ সিরাজুল হক মল্লিক এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট নুরুল হকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে বলে জানা গিয়েছে। গত ২৪ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বর্তমান পরিচালন সমিতিকে পাঁচ দিনের মধ্যে সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সোমবার পরিচালন সমিতির বৈঠক থেকে এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে বলে 'আপনজন'কে জানান মাদ্রাসার বর্তমান পরিচালন সমিতির সম্পাদক আব্দুর রজ্জাক গাজী। তিনি বলেন, 'আমরা আজ সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে বরখাস্ত করেছি। সর্বসম্মতিক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষক মোফাজ্জেল হককে টিআইসি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং মাদ্রাসার ভবনটি দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।' বরখাস্ত হওয়া সুপারদের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকার কারণে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বোর্ডের নির্দেশে ইতিমধ্যেই প্রধান তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক (ডোমা)। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দীন বলেন, 'বোর্ড কোনরকম অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করবে না। ভবন লিজের ব্যাপারে মাদ্রাসার সুপারদের থেকে সন্তোষজনক জবাব মেলেনি। সেজন্যই আমরা এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং যত দ্রুত সম্ভব বর্তমান মাদ্রাসা পরিচালন সমিতিকে ওই ভবনটি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখ্য 'এমএসডিপি' প্রকল্পের আওতায় ২০২০ সাল নাগাদ প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে আমডাঙ্গা উন্নয়ন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে আমডাঙা কেন্দ্রীয় সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায় একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। মাদ্রাসার অদূরে মাদ্রাসারই জমিতে এডিশনাল ক্লাসরুম হিসেবে ওই ভবনটি নির্মাণ হয়। ২০২৩ সালে শুরুতে ওই ভবনটি ২৫ বছরের জন্য স্থানীয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লিজ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। মাদ্রাসার ভবন লিজ দেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে মাদ্রাসার অভিভাবকরা ১২ নভেম্বর মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে লিখিত অভিযোগ করেন। জানা গিয়েছে, লিজের চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রতিমাসে ২৬ হাজার টাকা করে ভাড়ার রফা হয়। প্রথমে ওই বেসরকারি সংস্থা মাদ্রাসাকে চার লক্ষ টাকা দেয় ভবন সংস্কারের জন্য। পাশাপাশি ২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা পরিকাঠামগত উন্নয়নের জন্য বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যয় করা হয়। যেটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি বলে মনে করছেন অনেকেই। বিষয়টি জানা মাত্র উত্তর ২৪ পরগনার সংখ্যালঘু বিষয়ক জেলা আধিকারিক (ডোমা) ভবনটি পরিদর্শনে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তরফেও তলব করা হয় সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারি সুপারিনটেনডেন্টকে। পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। ফলে একাধিক শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন দেখার মাদ্রাসার সরকারি ওই ভবনটি কত দিনে খালি হচ্ছে।

অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে নিজের শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক ব্যক্তি। সোমবার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অন্তর্গত শিমুলিয়া গ্রাম । জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম দীপুবাগদি (৪৪) বাড়ি বড়ঞাথানার অন্তর্গত শিমুলিয়া গ্রামে । পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। এরপর সমবার ভোরে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় দীপু বাগদী নামে ওই ব্যক্তি। বিষয়টি বাড়ির লোকেদের নজরে আসতে তড়িঘড়ি বড়ঞা থানার খবর দিলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে এরপর বড়ঞাথানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে বড়ঞা থানায় নিয়ে এসে মহকুমা হাসপাতাল মর্গে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বড়ঞা থানার পুলিশ। পরিবারের লোকেদের দাবি দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই ব্যক্তি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঢোলা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ইসলামি অনুষ্ঠান

সাবির আহমেদ ● ঢোলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট সংলগ্ন মাদার পাড়া হেফজুল কোরআনিয়া মাদ্রাসায় এতিম দুঃস্থ ছাত্রদের মধ্যে শীতের কম্বল বিতরণ ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন আন্জুমানে ইসলাহুল লিসানের পরিচালনায় ছাত্রদের নিয়ে ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় । সেই সাথে মাদ্রাসার এতিম ও দুঃস্থ ছাত্রদের শীতের কম্বল কম্বল হয়। দ্বিতীয় দিনে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ফকির সাহেব (রঃ) ও তাঁর পৌত্র মরহুম আব্দুর রহিম (রঃ) এর রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে বাৎসরিক মাদ্রাসার দাতা সম্মেলনও হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার মুফতি আব্দুল কাইয়ুম। তিনি মানুষদের বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণে মনোযোগী হতে আদেশ দেন। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী শেষ দোয়া করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফকির সাহেব রঃ এর প্র-পৌত্র মাওলানা নুরুল্লাহ মোল্লা।

শাহের বিরুদ্ধে ধিক্কারের অঙ্গীকার বাম যুবদের

হাসিবুর রহমান ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আরওয়াইএফ-এর রাজনৈতিক কর্মশালা হয়ে গেল বাসন্তী ধনঞ্জয় স্মৃতি ভবনে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর কর্মীদের সামনে জোর গলায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে ভারতবর্ষের কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে মৌলবাদের যে বাড় বাড়োনন্ত এটা দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যেভাবে ড. বি আর আম্বেদকর কে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে করেছেন তা মানুষের মেনে নেয়ার মতো নয়। তিনি ধিক্কার জানিয়ে বলেন, সমস্ত মানুষের একত্রিতভাবে গজিয়ে উঠে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে । আরএসপির যুব সংগঠন সহ সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের একত্রিত হতে হবে। হিংসাবিদ্বেষ ঘৃণা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এক শ্রেণির মিডিয়া। এটা থেকে ও সচেতন হতে হবে মানুষের । আরওয়াইএফ-এর এর কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর, জেলা সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেবনাথ, আরওয়াইএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাজিব ব্যানার্জি, রাজ্য সম্পাদক আদিত্য যোদ্ধার, জেলা সম্পাদক হায়দার মোল্লার , জেলাস সভাপতি সঞ্জয় অধিকারী।

দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে নগদ টাকা সহ সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। খবর পেয়ে ঘর না চলে আসে পুলিশ।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত চকচন্দন এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ওই দুই বাড়ির মালিক বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে তারা চুরির ঘটনাটি বুঝতে পারেন। সোনার গহনা সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকা খোয়া গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। এ বিষয়ে এনজিলা সরেন নামে এক মহিলা জানান, 'চুরির খবর পেয়ে আমরা এসে দেখি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। নগদ টাকা সহ সোনা চুরি গিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা খুবই আতঙ্কিত!'

শিক্ষকের এক মাসের বেতন দান স্কুলের প্রাচীর নির্মাণে

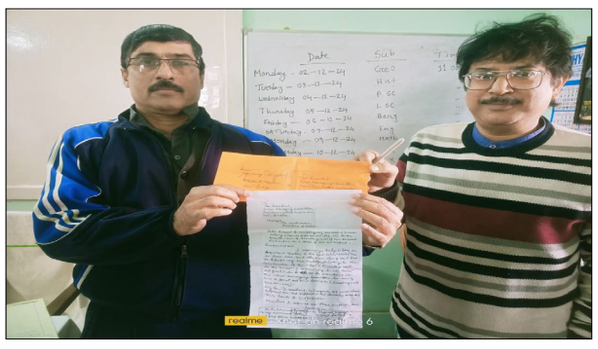

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: জেলা সদর শহর সিউড়ীতে রয়েছে শতবর্ষ উত্তীর্ণ ঐতিহ্যবাহী বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন। বিল্ডিং খেলার মাঠ সহ বিশাল এলাকাজুড়ে স্কুলের সীমানা। বিল্ডিং এর কাঠামো ঠিকঠাক থাকলেও সীমানা বরাবর ভগ্নদশা।একদা ঘেরা থাকলেও বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।।এই স্কুলের বিশাল খেলার মাঠটি সিউড়ীর একমাত্র মাঠ খেলা সহ জনসভা বা অন্যান্য কর্মসূচির জন্য। কিন্তু সীমানা প্রাচীর না থাকায় মাঠটি ক্রমশ দিনের দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে প্রয়োজনে চাঁদা আদায় করেও পাঁচিল নির্মাণ করাতেই হবে। সেই মোতাবেক আন্তরিকতা নিয়ে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্কুলের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবক সহ জনগণের কাছেও সাহায্য চাওয়া হয়েছে প্রাচীর নির্মাণের জন্য। ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সাহায্য দেওয়া নেওয়া শুরু হয়েছে। স্কুলে শিক্ষানুরাগী সুকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে শুরু হয় বেনিফিসিয়ারী কমিটির সভা। সেই সভায় উক্ত স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক ও যোগাচার্য ডঃ প্রদ্যোৎ রায় তাঁর এক মাসের পুরো বেতন দান করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এবিষয়ে স্কুলের হালহকিকত তথা প্রাচীর না থাকায় যে সমস্যা এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সকলের মতামত অনুযায়ী এরূপ পরিকল্পনা বলে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়।

বর্ধমান জেলা সাংবাদিকদের বনভোজন

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমানের জলকল মাঠে বছরের শেষ রবিবার পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। গাছ-গাছালির এই মনোরম পরিবেশে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি মাধব ঘোষ, যুগ্ম-সম্পাদক দুরন্ত কুমার নাগ,কৌশিক চক্রবর্তী, দিলীপ রাউত,অপূর্ব দাস, অমিত মণ্ডল, মণিমোহন গোস্বামী, কাশীনাথ গাঙ্গুলি,সহ একঝাঁক সাংবাদিক। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানা গেছে, সারা বছরই আমরা সংবাদ জগতের কর্মীরা নানান ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটাই। হয়তো কখনো কখনো দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে একত্রিত হই। কিন্তু বনভোজন উপলক্ষে এই মিলনে কোনো দায় নেই । একেবারে জীবনের নানান চাপ থেকে সরে এসে কিছুটা সময় আনন্দে কাটানোই মুল লক্ষ্য। এ দিনের বনভোজনের টেবিলে বসে কথার আসর। নিজেদের মধ্যকার নানান সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা থেকে অনেকেই অনুভব করেন একসাথে পথ চলায় শক্তি বেশি।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ যুবক

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: প্রতিবেশীর সঙ্গে কানপুরে কাজ করতে গিয়ে প্রায় দুমাস ধরে নিখোঁজ মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত এড়েরা দাসপাড়া গ্রামের ইন্দ্রজিৎ নামে এক যুবক। নিখোঁজ ইন্দ্রজিতের মা রেখা দাস বলেন আমার ছেলে গত নভেম্বর মাসে ১১ তারিখ থেকে নিখোঁজ তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান এড়েরা গ্রামে একজন ঠিকাদার আমার ছেলে ইন্দ্রজিৎ দাস ওরফে সঞ্জয়কে একটি বেকারি ফ্যাক্টরিতে কাজে নিয়ে যায়। নভেম্বরের ১০ তারিখ রাতে ওই ঠিকাদার আমার ছেলেকে মারধর করে ও তারপরে তার কাছ থেকে মোবাইল ফোনটা কেড়ে নেয় তারপর তাকে একটি ঘরের তালা বন্দি অবস্থায় রেখে চলে যায়। পরের দিন সকালবেলায় যখন ঠিকাদার ডালিম শেখ ঘরের দরজা খোলে তখন ছেলে সঞ্জয় বলে আমি চা খেতে যাবো সেই মতন ঠিকাদার ডালিম শেখ তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার পর থেকেই নিখোঁজ ইন্দ্রজিৎ দাস ওরফে সঞ্জয়।

বগুলায় একদিনে ৬০০ জনের রক্তদান

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার হাঁসখালি থানার বগুলায়, বগুলা পুলিশ ফাঁড়ির ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে আজ অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির বগুলা ইউনিটের পরিচালনায় এক রক্তদান উৎসব । রক্তদান উৎসবের পাশাপাশি নজর কারে গুণীজনদের সম্বর্ধনা । , শীতবস্ত্র বিতরণ ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান অধিকারিক, জৈব ও প্রযুক্তি মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, সভাধিপতি, সহ এলাকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, শিক্ষক, প্রফেসর সহ শতাধিক চিকিৎসক। এই রক্তদান উৎসবে রক্তদান করেন ৬০০এর বেশি রক্তদাতা। রক্ত সংগ্রহ করতে কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতাল, রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতাল এবং কল্যাণী জেএন এম মেডিকেল কলেজের সকল টেকনিশিয়ান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় প্রায় এক হাজার সাধারণ দরিদ্র মানুষকে। সাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বড় জয়ে বছর শেষ করল লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: প্রিমিয়ার লিগে যেন উড়ছে লিভারপুল। একের পর এক জয় তুলে নিচ্ছে তারা। পাত্তা পাচ্ছে না কেউই। এবার ওয়েস্ট হ্যামের মাঠ থেকে বড় জয় নিয়ে ফিরেছে দলটি।

রোববার রাতে প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যামেকে ৫-০ গোলে হারায় লিভারপুল। ম্যাচে গোল করেন লুইস দিয়াস, কোডি হাকপো, মোহামেদ সালাহ, ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড ও নামা দিয়োগো জটা। গোটা ম্যাচে আক্রমণের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল লিভারপুল।

খেলার ৩০ মিনিটে লুইস দিয়াস গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল ১-০। তিনি দলকে এগিয়ে নেয়ার পর প্রথমার্ধেই লিভারপুল ওয়েস্ট হ্যামের জালে দেয় আরো দুই গোল। ৪০ মিনিটের গোলদাতা কোডি হাকপো এবং ৪৪ মিনিটের গোলদাতা মোহামেদ সালাহ। একটি গোলের পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্ট করেন দারুণ ছন্দে থাকা সালাহ। লিগে তার গোল সংখ্যা ১৭টি। তার গোলে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৩-০। ঐ গোলের লিডে বিরতিতে যায় লিভারপুল।

দ্বিতীয়ার্ধে আরো ম্যাজিক দেখায় লিভারপুল। ওয়েস্ট হ্যামের জালে আরো দুই গোল দেয় অলরেড দল। খেলা ৫৪ মিনিটে গোল করেন ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড। দূর পাল্লার শটে গোল করেন তিনি। খেলার ৮৪ মিনিটে প্রতিপক্ষের জালে শেষবার বল পাঠান বদলি নামা দিয়োগো জটা। তাতে স্কোরলাইন হয় ৫-০।

পুরো ম্যাচে প্রায় ৫৫ শতাংশ পজিশন ধরে রেখে গোলের জন্য ২২ শট নিয়ে ১৩টি লক্ষ্যে রাখে লিভারপুল। বিপরীতে ওয়েস্ট হ্যামের সাত শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না।

বিশাল জয়ে বছর শেষ করার পাশাপাশি লিগ টেবিলে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে গেলো লিভারপুল। ১৮ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৩ ড্রয়ে অল রেড দলের পয়েন্ট হলো ৪৫। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। লিভারপুলের সমান ১৮ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল তিনে ও ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে চেলসির অবস্থান চারে।

৩৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ভারতের হার অস্ট্রেলিয়ার কাছে

আপনজন ডেস্ক: চা-বিরতি পর্যন্তও স্বস্তিতে ছিল ভারত। ৩৪০ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে স্কোরবোর্ডে তখন ৩ উইকেটে ১১২। দ্বিতীয় সেশনে উইকেট পড়তে দেননি যশস্বী জয়সোয়াল-ঋষভ পন্ত। ৭৯ রানের জুটি গড়ে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের চোখেমুখে হতাশাটা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁরা। কিন্তু চা-বিরতির পর শেষ সেশনে সেই অস্ট্রেলিয়াই ভারতের ড্রয়ের ভাবনা ছিনিয়ে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে ম্যাচটা জিতে নিল!

পার্টটাইম স্পিনার ট্রাভিস হেডকে শেষ সেশনে নিয়ে এসে চমকে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। শেষ সেশনে পঞ্চম ওভারে সেই হেডেরই খাটো লেংথের বল অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে টেনে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হন পন্ত। ১০৪ বলে তাঁর ৩০ রানের ইনিংস শেষ হওয়ায় চতুর্থ উইকেটে ৮৮ রানের জুটিও ভাঙায় খুলে যায় দুয়ার। বলা ভালো, অস্ট্রেলিয়াই খুলেছে। কিসের? জয়ের!

১২১ রান থেকে ভারত মাত্র ৩৪ রানে হারিয়েছে বাকি ৭ উইকেট। সফরকারীদের ১৫৫ রানে অলআউট করে ১৮৪ রানের দারুণ জয় তুলে নেয় কামিন্সের দল। মেলবোর্নে এই জয়ে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট সিডনিতে আগামী ৩ জানুয়ারি শুরু।

পন্ত আউট হওয়ার তিন ওভার পরই মাত্র সাত বলের মধ্যে আরও ২ টি উইকেট হারায় ভারত। চা-বিরতির পর মাত্র ৯.২ ওভারের মধ্যে ১৮ রানে সব মিলিয়ে আরও ৩ উইকেট হারিয়ে ভারত তখন মহাবিপদে। তবু আশা টিকে ছিল জয়সোয়ালে। এক পাশে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো ব্যাট করছিলেন এই ওপেনার।

২০৮ বলে ৮৪ রান করা সেই 'ঋষি'কে ফিরতে হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলার সাহসী এক সিদ্ধান্তে। প্রযুক্তিকে তোয়াক্কা না করে শরফুদ্দৌলার সেই আউট ঘোষণা তখনই আলোচনার জন্ম দেয়। ওদিকে অস্ট্রেলিয়া মাঠে জয়ের সুবাস পেয়ে ফিল্ডারদের দিয়ে ব্যাটসম্যানদের ঘিরে ফেলে চেপে ধরে।

১৭ বল খেলা আকাশ দীপ বোল্যান্ডের বলে সেই চাপেই ফেঁসেছেন শর্ট লেগে হেডকে ক্যাচ দিয়ে। এক ওভার পর বুমরাও (৮ বলে ০) ফেরেন স্লিপে স্টিভেন স্মিথকে ক্যাচ দিয়ে। ডাইভ দিয়ে দারুণ এক ক্যাচ নেন, সেই বোল্যান্ডের বলেই!

সে সময় এবং তার আগে লায়ন বোলিংয়ে আসা মাত্রই সব ফিল্ডারকে দুই পাশেই ছাতার মতো সাজিয়ে ব্যাটসম্যানদের ঘিরে ধরে অস্ট্রেলিয়া। তবে শেষ উইকেট মোহাম্মদ সিরাজ ক্রিজের আশপাশে ক্যাচ দেননি। ৭৯.১ ওভারে লায়নের বলে এলবিডব্লু হন। ৯ উইকেটে ২২৮ রান নিয়ে আজ দিনের খেলা শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। দিনের দ্বিতীয় ওভারেই লায়নকে বোল্ড করে অস্ট্রেলিয়াকে ২৩৪ রানে অলআউটের পাশাপাশি ৫ উইকেটও নেন ভারতের পেসার যশপ্রীত বুমরা।

এরপর জয়ের জন্য ৩৪০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে প্রথম সেশনেই ৩৩ রানে ৩ উইকেট হারায় ভারত। ৪০ বলে ৯ রান করা রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুলকে (০) ফেরান কামিন্স। ২৯ বলে ৫ রান করা কোহলিকে আবারও কল্পিত ফোর্থ-ফিফথ স্টাম্পে স্লিপে ক্যাচ বানান আরেক পেসার মিচেল স্টার্ক।

এরপর চতুর্থ উইকেটে ১২৭ বলে ৮৮ রানের জুটি গড়ার পাশাপাশি দ্বিতীয় সেশনে জমাট ব্যাটিং করেন পন্ত ও জয়সোয়াল।

শেষ সেশনে ২৫.১ ওভারে ৪৩ রান তুলে মোট ৭ উইকেট হারিয়েছে ভারত।

এর মধ্যে জয়সোয়ালের আউটটি নিঃসন্দেহে আলোচনার জন্ম দেবে। অস্ট্রেলিয়ার জয় ও ভারতের ড্রয়ের আশায় নির্ধারক হতে একমাত্র তিনিই দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্রিজে। ৭০.৫ ওভারে কামিন্সের বাউন্সার পুল করার চেষ্টা করেছিলেন জয়সোয়াল। শুরুতে মনে হয়েছিল বল ব্যাটে কিংবা গ্লাভসে লাগেনি। কামিন্সদের আবেদনে মাঠের আম্পায়ারও তাই সাড়া দেননি। কামিন্স রিভিউ নেওয়ার পর তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলাও স্নিকোতে বল ব্যাটে কিংবা গ্লাভসে লাগার 'লাইন' উঠতে দেখেননি। কিন্তু খুব কাছ থেকে নেওয়া ভিডিওতে স্পষ্ট বোঝা গেছে, বল ব্যাটের কানা ও গ্লাভসে লেগে গতিপথ পাল্টেছে। শরফুদ্দৌলা মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত পাল্টে জয়সোয়ালকে আউট ঘোষণা করেন। তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি এই বাঁহাতি। মাঠে আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্কও করেন। তবে ধারাভাষ্যকারেরা শরফুদ্দৌলার সিদ্ধান্তকে সাহসী বলেছেন এবং সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন কামিন্স ও বোল্যান্ড।

ম্যাচসেরা কামিন্স বলেছেন, 'দারুণ এক ম্যাচ। আমার খেলা অন্যতম সেরা।' হারের পর ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, 'খুব হতাশার। ব্যাপারটা এটা নয় যে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়তে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা পারিনি।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
অস্ট্রেলিয়া: ৪৭৪ ও ২৩৪ (লাবুশেন ৭০, কামিন্স ৪১, লায়ন ৪১, খাজা ২১; বুমরা ৫/৫৭, সিরাজ ৩/৭০, জাদেজা ১/৩৩)।
ভারত: ৩৬৯ ও ৭৯.১ ওভারে ১৫৫ (জয়সোয়াল ৮৪, পন্ত ৩০, রোহিত ৯, আকাশ ৭; কামিন্স ৩/২৮, বোল্যান্ড ৩/৩৯, লায়ন ২/৩৭, হেড ১/১৪, স্টার্ক ১/২৫)
ফল: অস্ট্রেলিয়া ১৮৪ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা: প্যাট কামিন্স
সিরিজ: পাঁচ টেস্টের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল যেতে কী করতে হবে তিন দলকে

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার চিন্তা নেই। পাকিস্তানকে হারিয়ে তারা এরই মধ্যে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে বসে আছে। তাদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের জন্য। সেই দলটি কারা? লড়াইয়ে আছে ৩টি দল। অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও শ্রীলঙ্কা। যে লড়াইয়ে মেলবোর্ন টেস্ট জিতে এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া। কার এই মুহূর্তে কী সমীকরণ?

অস্ট্রেলিয়া

সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টেও জয় পেলে অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। সিডনিতে জয় না পেলেও এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের একটিতে জিতলেও ফাইনালে যাবে অস্ট্রেলিয়া। যার অর্থ, হাতে থাকা তিন ম্যাচের একটি জিতলেই চলে কামিন্সদের।

এখন অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৬১.৪৬ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া সিডনি টেস্ট জিতে শ্রীলঙ্কার কাছে হারলে তাদের পয়েন্ট হবে ৫৭.০২ শতাংশ। তখন শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট হবে ৫৩.৮৫ শতাংশ আর ভারতের ৫০ শতাংশ। সিডনি টেস্টে ড্র হলেও ভারতের চেয়ে এগিয়ে থাকবে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তখন শ্রীলঙ্কার সুযোগ বাড়বে। লঙ্কানরা ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিলে ফাইনালে উঠবে শ্রীলঙ্কা। তাদের পয়েন্ট তখন দাঁড়াবে ৫৩.৮৫ শতাংশ আর অস্ট্রেলিয়ার ৫৩.৫১।

ভারত

সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে না পারলে ফাইনালের দৌঁড় থেকে ছিটকে পড়বে ভারত। তবে ওই টেস্ট জিতলেও অস্ট্রেলিয়ার-শ্রীলঙ্কা সিরিজের দিকে তাঁকিয়ে থাকতে হবে ভারতীয়দের। আশা করতে হবে অস্ট্রেলিয়া যেন একটি ম্যাচও না জেতে। ভারত সিডনিতে জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ৫৫.২৬ শতাংশ।

শ্রীলঙ্কা

সিডনি টেস্টে ড্র না হলে শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়ার সিরিজের আগেই বাদ পড়ে যাবে। সিডনি টেস্ট ড্র হলে আর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারাতে পারলেই শ্রীলঙ্কার সম্ভাবনা থাকবে।

গঙ্গাসাগরের জন্য ডার্বি ম্যাচ হচ্ছে না কলকাতায়, কোথায় হবে তা নিয়ে জল্পনা

আপনজন ডেস্ক: জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে থেকে গঙ্গাসাগর মেলা। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য কলকাতায় হচ্ছে না কলকাতা ডার্বি। ছয় মাসের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ডার্বি স্থগিতের সিদ্ধান্ত ফুটবলের মক্কা কলকাতায়। তাও আবার নিরাপত্তার কারণে। ১১ জানুয়ারি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ আপাতত হতে পারে অন্য শহরে। কেন কলকাতায় হবে না বড় ম্যাচ গঙ্গাসাগার মেলার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন। আর সেই কারণেই ১১ জানুয়ারি ডার্বি ম্যাচের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বাহিনী পাওয়া যাবে না। এমন কারণ দেখিয়েই আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হল আইএসএল-এর ফিরতি ডার্বি।

ফলে ইস্টবেঙ্গর ও মোজনবাগানের সমর্তকরা তাকিয়ে রযেছেন ডার্বি কোথায় হবে। নিরআপত্তার কারণে যদি কলকাতায় ডার্বি না হয় তা হলে কি ডার্বি ান্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? এই নিয়ে নানা মত সামনে উঠে আসছে। বিভিন্ন মহল থেকে নানান ধরনের মত প্রকাশ করছে। তবে, ডার্বি ম্যাচ কলকাতায় না হওয়ায় ক্ষুব্ধ মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্টও। ডুরান্ড কাপের ডার্বি স্থগিত হয়েছিল আরজি কর ইস্যুতে। সেই ম্যাচ অন্য কোথাও করা যায়নি। আর এবার গঙ্গাসাগর মেলায় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে হচ্ছে না আইএসএল ডার্বি। বাংলা ফুটবলের তো বটেই এশিয়ার সবথেকে বড় ম্যাচ। কলকাতার বাইরে।

বিন্তু কোতায় হতে পারেএই বাতিল হওয়া ডার্বির ম্যাচ তা নিয়ে জল্পনা চলছে। মোহনবাগান সমর্থকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের হোম ডার্বির জন্য। আর সেই ম্যাচ হবে অন্য রাজ্যে। তাই সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে মোহনবাগান ভুবনেশ্বর বা জামশেদপুরে ম্যাচ করার কথা ভাবছেন। যাতে সমর্থকরা সেই ম্যাচ দেখতে সহজেই যেতে পারেন। সে ব্যাপারে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে । এমনটাই সূত্রের খবর। আইএসএল-এর সূচি ঘোষণা হয়েছে অনেকদিন আগেই। মোহনবাগানও তাদের সমস্ত হোম ম্যাচের জন্য স্টেডিয়াম ও পুলিশের কাছ থেকে অনুমতিও নিয়ে রেখেছে। তা হলে ম্যাচের মাত্র কয়েকদিন আগে নতুন করে জটিলতার কারণ কী?

অরূপ বিশ্বাস এ দিন জানিয়েছেন, নিরাপত্তার বিষয়টি তারা ২৫ দিন আগেই আয়োজকদের জানিয়েছেন। ফিরতি পর্বের ডার্বির আয়োজক মোহনবাগান। তাদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি দিন দুয়েক আগে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফেও ডার্বিতে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের কর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার বলেছেন, "এর আগে আমরাও গোয়ার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ ভুবনেশ্বরে খেলেছিলাম। এই ম্যাচের আয়োজক মোহনবাগান। ওরা ভুবনেশ্বরে ডার্বি আয়োজন করুক।" বিধাননগর পুলিশের থেকে চিঠি পাওয়ার খবর মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এই ব্যাপারটি এফএসডিএলকে জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রযুক্তিকে তোয়াক্কা না করে জয়সোয়ালকে আউট দিয়ে আলোচনায় শরফুদ্দৌলা

আপনজন ডেস্ক: আবারও আলোচনায় শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ। মেলবোর্ন টেস্টে তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করা এই বাংলাদেশি আজ কঠিন এক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যে সিদ্ধান্তটি প্রযুক্তিও নিশ্চিত করতে পারেনি। স্নিকো প্রযুক্তি কট বিহাইন্ড না ধরতে পারলেও ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সোয়ালকে আউটের সিদ্ধান্ত দেন শরফুদ্দৌলা।

তখনো পঞ্চম দিনের ২১.২ ওভারের খেলা বাকি। টেস্ট জিততে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৪ উইকেট। ভারতের ২০০ রান। ভারতের জয়ের হিসাবটা আসছে না, কারণ তারা খেলছেই ড্রর জন্য। সেই ড্র তারা করতে পারবে কি না, তা পুরোপুরি নির্ভর করছিল ওপেনার জয়সোয়ালের ওপর। ভারতীয় এই ওপেনার ব্যাটিং করছিলেন ৮৪ রান নিয়ে। তখনই প্যাট কামিন্সের বাউন্সারে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির কাছে জয়সোয়ালের ক্যাচের

আবেদন করে অস্ট্রেলিয়া। মাঠের আম্পায়ার দেন আউট দেননি। কামিন্স রিভিউ নিলে সিদ্ধান্ত যায় তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলার কাছে।রিভিউ নেওয়ার রিপ্লেতে দেখা যায় বল ব্যাট ও গ্লাভস ছুঁয়েছে।

শরফুদ্দৌলাও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জানান, তিনি স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছেন বলের গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। তবে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি স্নিকোর সাহায্য চান। তখনই বাঁধে বিপত্তি। বল ব্যাটে লাগার ফলে যে স্নিকোতে লাইনগুলো বড় হয়ে ওঠে, তা দেখা যায়নি। তবে এরপরও শরফুদ্দৌলা আউটের সিদ্ধান্ত দেন। অনেকটা স্নিকোকে তোয়াক্কা না করেই! যা নিয়ে মাঠেই আম্পায়ারদের ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন জয়সোয়াল। উইকেট ছাড়তে ছাড়তেও কিছু একটা বলেছেন তিনি। ধারাভাষ্যকারদের অবশ্য পাশে পেয়েছেন শরফুদ্দৌলা। হার্শা ভোগলে ও মার্ক নিকোলাসরা এটাকে সাহসী ও ন্যায্য সিদ্ধান্তই বলেছেন। গতকাল মোহাম্মদ সিরাজকে শরফুদ্দৌলার আউট না দেওয়ার সিদ্ধান্তও আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।

ইউনাইটেডে আমেরনের প্রথম দশ ম্যাচের বৃত্তান্ত

আপনজন ডেস্ক: ২৭ বছর-দুই যুগের বেশি সময় ওল্ড ট্রাফোর্ডে ছিল ফার্গুসন-রাজ। আলেক্সান্ডার চাপম্যান ফার্গুসন, যিনি স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন নামেই ফুটবল বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, স্কটিশ এই ভদ্রলোক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচের দায়িত্ব নেন ১৯৮৬ সালে। ২০১৩ সালে অবসরে যাওয়ার আগপর্যন্ত ওল্ড ট্রাফোর্ডের এ ক্লাবটির হয়ে ১৩টি লিগ ও ২টি চ্যাম্পিয়নস লিগসহ জিতেছেন মোট ৩৮টি শিরোপা। ফার্গুসন তাঁর অবসরের বছরেও জিতেছেন লিগ শিরোপা। কিন্তু তাঁর বিদায়ের পর একটিও লিগ জিততে পারেনি ইউনাইটেড। সব মিলিয়ে জিতেছে ৬টি শিরোপা। দুটি করে এফএ কাপ ও লিগ কাপ আর একটি করে ইউরোপা লিগ ও

কমিউনিটি শিল্ড। আসলে ফার্গুসনের বিদায়ের পর যেন কোনোভাবেই থিতু হতে পারছে না ইউনাইটেড। কোচ আসছেন, কোচ যাচ্ছেন; কিন্তু ইউনাইটেডকে তেমন কিছু এনে দিতে পারছেন না। ফার্গুসন-পরবর্তী যুগে এখন পর্যন্ত ছয়জন কোচ এসেছেন ওল্ড ট্রাফোর্ডে। যার সর্বশেষ সংযোজন রুবেন আমোরিম। পর্তুগিজ এই কোচের ওপর অনেক আশা আর ভরসা ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটির সমর্থকদের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**